পূর্ব্বরঙ্গ

অমিয়রতন মুখোপাধ্যায়

সাধনা মন্দির
৫৫, নারায়ণ রায় রোড, কলিকাতা-৮

প্রকাশিকা শ্রীকল্পনা দেবী মুখোপাধ্যায়
সাধনা মন্দির, ৫৫, নারায়ণ রায় রোড, কলিকাতা-৮

মুদ্রাকর শ্রীসত্যকিঙ্কর সিংহ, বি, এস্‌ সি
নির্ম্মল প্রেস : ১৩সি, ঘোষ লেন, কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদপট শিল্পী : শ্রীইন্দু গুপ্ত

প্রথম প্রকাশ ফাল্গুন, ১৩৫৭
মূল্য তিন টাকা

প্রাপ্তিস্থান

সাধনা মন্দির

শ্রীগুরু লাইব্রেরী

ডি, এম, লাইব্রেরী

কমলা বুক ডিপো

বঙ্গ ভারতী

মডার্ণ পাব্‌লিসার্স

সাহিত্যিকা

পুস্তক ভারতী

চট্টোপাধ্যায় ব্রাদার্স

ও

অন্যান্য প্রধান প্রধান গ্রন্থালয়

ভূমিকা

১৯৩০ থেকে ১৯৫০-এর মধ্যে যতগুলো চিত্র, কবিতা ও গান আমি রচনা করেছি তার কতকগুলো একত্র করে' 'পূর্বরঙ্গ' নামে প্রকাশ করা গেল। দু-একটা ছাড়া এ-কাব্যের সবকটা রচনাই দেশের ছোট-বড় পত্র-পত্রিকায় ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয়ে গেছে। সম্পাদক মশায়দের এই সুযোগে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

নামেই প্রকাশ, 'পূর্বরঙ্গ' আমার প্রথম কাব্যগ্রন্থ। গত বিশ বছরের মধ্যে নানাস্থান ও নানা পরিবেশের প্রভাবে এ-কাব্যের রচনাগুলোর জন্ম। এই কারণে সুরের ও ভাবের, ভাষার ও ভঙ্গীর বৈচিত্র্য-ই এ-গুলোর প্রাণ বলে মনে হতে পারে। খণ্ডকবিতায় বিশেষের শিল্প-রূপ-ই অবশ্য বিচার্য, তবে আলোচ্য কাব্যগ্রন্থে বিচিত্র সুরের অন্তরালে ভাবের একটা ঐক্যতত্ত্ব-ও পাঠক খুঁজতে পারেন।

'পূর্বরঙ্গ'-কে দু-ভাগে ভাগ করেছি: রঙ্গ ও সাধনা। সাধনাকে আবার তিনভাগে ভাগ করা যায়: জীবন, প্রেম ও দেশ। 'রঙ্গ'-পর্য্যায়ের রচনাবলীতে যে-দুঃখ, যে-নৈরাশ্য, যে-সংশয় ও শ্লেষ ব্যপ্তিত হয়েছে, বলাই বাহুল্য, তা' যুগগত সত্য। ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনে যুগপ্রভাব অবশ্যই উপেক্ষনীয় নয়, কিন্তু তা' থেকে উত্তীর্ণ হওয়ার সাধনা ও স্বপ্ন-ও 'এস্‌কেপিজ্‌ম্' বা জীবনবহির্ভূত কোন তত্ত্ব নয়। যুগের বন্ধন থেকে যুগাতীতের মুক্তি-সাধনায় পুলকিত হওয়ার যৌবনবোধ যুগায়ত দুঃখদারিদ্র্যের মতই সত্য ও বাস্তব। 'সাধনা'-পর্য্যায়ের রচনাবলীতে এই বিশ্বাস-ই রূপায়িত হয়েছে। ও-পর্যায়ের লেখাগুলিতে প্রথমে আত্মপ্রস্তুতি, পরে বিশ্বাভিসার। বিশ্বাভিসারের প্রেরণামূলে প্রথমে প্রেমমোহ, পরে প্রেমসমাধি। প্রেমসমাধির ভাবানন্দ ধ্যানজীবনের সূর্যে নিক্রমণ অবাস্তব কোন কল্পকথা নয়; জীবনে জীবনানুভাবের অভিনব এ এক বাস্তব আনন্দবোধ। এই আনন্দবোধ থেকে উত্থিত আত্মাই একদিকে যেমন শিল্পী, অপরদিকে তেমনি কর্মী; একদিকে যেমন আত্মপ্রেমী, অপরদিকে তেমনি দেশপ্রেমী ও মানবপ্রেমী। প্রেমসমাধির আনন্দ-ই কবির বিশ্বকর্মের প্রাণধর্ম।—এই মনোভাবটুকু মনে রেখে' বিচার করলে 'পূর্বরঙ্গে'র রচনাগুলোর মধ্যে বৈচিত্র্য সত্ত্বেও সমগ্রতার একটা শিল্পরূপ লক্ষিত হবে।

আমি কোন দলবিশেষের কবিতালেখক নই। দল বেঁধে কবিতা-করার সত্যে অথবা 'তত্ত্ব' বিশেষের ভাবধারা প্রচারের অভিপ্রায়ে কবিতা-করার শিল্পে আমি বিশ্বাসী নই। জীবনের অভিজ্ঞতালব্ধ সত্যকে রসমূর্তি দিতে পারলেই সেই সত্য সুন্দরের আসনে স্থান পেতে পারে বলে' আমার ধারণা। বিশেষ কোন দর্শনশাখার তত্ত্ববিশ্বাস ব্যক্তিজীবনে অস্বীকার হয়তো না-ও করতে পারি, কিন্তু কাব্যজীবনে যতক্ষণ না তা' রসপ্রেরণারূপে প্রমুদিত হচ্ছে, ততক্ষণ তা' কাব্যের আসরে গ্রহণযোগ্য নয় বলেই জানি।

আমার প্রথম মুদ্রিত কাব্যগ্রন্থ স্বর্গতঃ ভাই নিমাইরতনের নামে উৎসর্গ করলাম। বৃহত্তর দেশের কাছে কবি নিমাই আজ-ও অপরিচিত, কিন্তু শক্তির সাধক ব্যায়ামবীর নিমাইরতনকে আজ-ও আমার গ্রাম-দেশের তরুণেরা শ্রদ্ধাবনত চিত্তে স্মরণ করেন। নিমাইরতন আমার অনুজ বলেই শুধু নয়, দেশের শক্তিধর সুসন্তান বলে' আজ-ও তাকে স্মরণ করে' প্রেরণা পাই, প্রেম অনুভব করি।

গ্রন্থপ্রকাশের ব্যাপারে আমার সহকর্মী পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত সত্যকিঙ্কর মুখোপাধ্যায়, কবিবন্ধু শ্রীযুত সুবোধচন্দ্র মতিলাল, এবং সহধর্মিণী শ্রীমতী কল্পনা দেবীর আগ্রহ ও উৎসাহবাণী স্মরণযোগ্য। আমার সোদরাধিক বন্ধু শ্রীযুক্ত সত্যচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কনিষ্ঠভ্রাতা কল্যানীয় শ্রীমান্ নিখিলরতন মুখোপাধ্যায় এবং সর্বোপরি পরম প্রীতিভাজন শ্রীযুত সত্যকিঙ্কর সিংহ এ-ব্যাপারে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত ইন্দু গুপ্ত এ-কাব্যের প্রচ্ছদপট রচনা করে' দিয়ে আমাকে শুধু উৎসাহিত করেন নি, গৌরবিত-ও করেছেন। এঁদের সকলের উৎসাহ, সহায়তা ও সাহচর্য না পেলে আজ-ও এ-কাব্যরত্ন অন্ধকারের অন্তরালেই থাকত।

বিশেষ যত্ন ও চেষ্টা সত্ত্বে-ও গ্রন্থমধ্যে কয়েকটি ছাপার ভুল রয়ে গেল। পাঠকসমাজের কাছে মনে মনে এ-জন্য খুবই লজ্জিত রইলাম।

সাধনামন্দির, কলিকাতা-৮, অমিয়রতন মুখোপাধ্যায়

বরদাচতুর্থী, ১৩৫৭

সূচীপত্র

পূর্ব'রঙ্গ

সাধনা

প্রেম

দেশ

উৎসর্গ

বড়িষা গ্রামের গৌরব
বীরসাধক
কবি নিমাইরতন মুখোপাধ্যায়ের
স্মৃতি-সমাধিতে—

পুরাণমিত্যেব ন সাধু সর্বং ন চাপি কাব্যং নবমিত্যবদ্যম্
সন্তঃ পরীক্ষ্যান্যতরদ্ভজন্তে মূঢ়ঃ পরপ্রত্যয়নেয়বুদ্ধিঃ ॥

পূর্বরঙ্গ

পূর্বরঙ্গ

গুঞ্জ রবি ঠাকুরের দিব্ব, আমি-ও কাব্য গাই,
ছন্দ-শিখীরে সুরে নাচাই।
ফোটে হৃদাকাশে ভাবের মেঘ
ফাটে বাজ, ছোটে ঝড়-বাদল,
রচি 'যুগদূত' নিরুদ্বেগ
বাজাই বিজনে মন-মাদল,—
এ-পাশে ও-পাশে চারিপাশে বাজে
বাজ-বাজি,
ছোটে ঝড় বাদল।

আজ বাজার মন্দা। পদ্য চাহে না গদ্য সব,—
ডাল রুটি মাগে রুদ্র 'মব'।
লাথ্ খেয়ে খাবো শূন্য পাত্?
রাজ-পথে জাগে তূর্যরোল।
রচি গান সম্পূর্ণ রাত :
মন্থি' আঁধারে সূর্য তোল্।
রাত্রি-আঁধারে হামা টেনে' হাঁটি
খুসি মন—
পাই সূর্য-কোল।

মোর   কল্প-ললিত সূর্যোচ্ছলিত উচ্চ মন
এ-কথা বোঝে না তুচ্ছ মন।
প্রাণ ধরে' দানে কী হিন্দোল
সামাল সামাল, সব বেচাল,
কান ধরে হানে হট্টগোল,
কেবা শোনে কারে দিই যে গান।
হৃদে জাগে যবে ভাব, মাথে বাজে
বাজ-বাজি,
সাজে সব বেচাল!

তবু   মাথাটারে নেড়ে' (ভাব্‌ব ভেবছ ?) কাব্য গাই,
ছন্দ-শিখীরে সুরে নাচাই।
ফোটে হৃদাকাশে ভাবের মেঘ
ফাটে বাজ, ছোটে ঝড়-বাদল,
রচি 'মেঘদূত' নিরুদ্বেগ
বাজাই বিজনে মন-মাদল।
এ-পাশে ও-পাশে চারিপাশে বাজে
বাজ-বাজি,
ছোটে ঝড় বাদল।

মহানিষ্ক্রমণ

সিন্ধুকূলে বসি' বসি' গেয়েছিনু যৌবনের গান—
জীবনের মহাসিন্ধু কূলে। ভাই, ভুলেছিল প্রাণ
উন্মাদ আনন্দরঙ্গে এ-সারঙ্গে তুলি' দিব্য সুর,—
ভেবেছিল, এ-জীবনে স্বপ্নমোহে সবি তো মধুর,
সবি তো সুন্দর ; তাই মুগ্ধপ্রাণ আশায় আবেশে
সংসারের বিশ্বজনে মনে মনে নিত্য ভালোবেসে'
রচেছিল কান্ত-কাব্য, গেয়েছিল আত্ম-অহঙ্কারে
একদা সে আসিবে দুয়ারে ; মঞ্জু-মালতীর হারে
বরিবে গোপনে, আহা, স্বপনে দানিবে শান্ত সুর,
কহিবে, এসেছি প্রিয়, যার লাগি' বেদনাবিধুর—
রাত্রি নাই, দিন নাই ক্লান্তিহীন করেছ সাধনা
নিঃসঙ্গ নির্জনে নিত্য,—যৌবনের জিগীষু যাতনা
বিস্তারি' বিচিত্র বিশ্বে আর্ত অনুরাগে ক্লান্ত তুমি
গানের সুরের কুঞ্জে নিত্য যারে রেখেছ কুসুমি'।

মিথ্যা স্বপ্ন, সে আজ-ও এল না।   স্বপ্নের পৃথিবী মম
স্বপ্নেই সাজিল শুধু শত পুষ্পে শান্ত স্বর্গোপম
অনন্ত বসন্ত-দীপ্ত ;   ধ্যানে ধ্যানে জাগানু যাহারে
কে জানিত তারি স্বপ্ন অহরহ ব্যথিবে আমারে
অশ্রুর সায়র কূলে !   জ্যোতির্ময়ী সুন্দরীর লাগি'
ফাল্গুন-উষসী-ধ্যানে এতকাল রহিনু যে জাগি'—
আলো দাও, আলো দাও—গাহিনু যে উদাত্ত কামনা,
ভাবে ভাবে পৃথ্বি ভ্রমি' জীবনের জীবন্ত যাতনা
জাগানু যে বিশ্ব-মর্মে, ব্যর্থতাশ্রু তারি পুরস্কার !

নৈরাশ্যের অন্ধকারে প্রীতিহীন পৃথিবী আমার
যুগ ধরি' অশ্রু ঢালে, সেই অশ্রু—সচকিয়া দেখি
অশান্ত তরঙ্গ-রঙ্গে সিন্ধু হয়ে রোষে নিত্য, একি
কোন্ সিন্ধুকূলে বসি' গেয়েছিনু যৌবনের গান—
কোন্ জীবনের সিন্ধুকূলে ?   হায়, ভুলেছিল প্রাণ
কী আশার রূঢ় পরিহাসে ?

কবি, তোর স্বপ্ন-গীতি

পেল না জ্যোতির প্রেম ; স্বর্গকান্ত সাধনার স্মৃতি
রাখিল না মর্ম্মে কেউ, ক্ষোভে তাই যত ধরি গান
অক্ষি হতে অশ্রু ঝরে, অশ্রু হতে সিন্ধু পেয়ে প্রাণ

দুর্মদ তরঙ্গ-ভঙ্গে অন্ধতার দুই কূলে নাচে—
এক কূলে আছে কবি, অন্য কূলে বিশ্বজন আছে
দ্বিধা ও দ্বন্দ্বের লাগি'। এ উহার হাড় খায় চুষি'—
মেদ চেখে' রক্ত মেখে' মাংস খেয়ে নিত্য রহে খুসী
নররূপী রাক্ষসের দল। হায়, উন্মত্ত উল্লাসে
কুৎসিতের মন্ত্র গাহি' অশ্রুর সমুদ্র-স্রোতোচ্ছ্বাসে
মিলায় লিপ্সার বন্য সুব ; দূর হতে ভাসে যেন
রমণীর আর্তনাদ, ভীমবেগে ছুটি ক্ষিপ্ত হেন
রক্ষিতে সহায়হীনে, হেরি দূরে দানবের দল
ক-খানা কঙ্কাল নিয়ে পরস্পরে করে কোলাহল
দম্ভ ভরে।...ধিক্ ধিক ! বাঁচিবার সাধ আর নাহি,
—ভেঙে ফেলো এ-পৃথিবী,
অসহায়, হুঙ্কারিয়া গাহি।

শুনেছি, পৃথিবী ঘোরে জ্যোতির্ময় সূর্য-প্রেমোল্লাসে,
স্বচক্ষে দেখেছি, অন্ধ ঘোরে নিত্য অমারাত্রি আশে !
নিষ্প্রাণ চক্রের মত চিরযুগ, চিরযুগ ধরি'
এককক্ষে ঘুরে মরে, একপদ কভু অগ্রসরি'
আসে নাই জ্যোতির জগতে। অন্ধতার ক্রীতদাসী
আমার পৃথিবী, হায় এ-কথা বুঝি না, তাই আসি
অনন্ত-বসন্ত-কান্ত জ্যোতি-স্বপ্নে ভরিয়া যৌবন।

বন্ধু, মোরে করো ক্ষমা, পৃথিবীতে আসিবার মন
আর করিব না কোনদিন। আজ, যাব সূর্য্যলোকে,
স্থির নেত্রে নিরখিব পৃথিবীর ঘূর্ণিত পুলকে,—
তারপর অকস্মাৎ কোনকালে আসন্ন প্রভাতে
পারি যদি এ-গোলকে ক্ষিপ্রবেগে রুদ্র পদাঘাতে
দিব ফেলি শূন্যতার অন্ধ অন্তপুরে ; শূন্য শেষে,
আরো শূন্যে, দূর-শূন্যে, শূন্যের সায়রে যাবে ভেসে'
রহিবে না কোন চিহ্ন ; পারি যদি সেই শূন্য স্থানে
নামিব সাধন বলে, জয়দীপ্ত যৌবনের গানে
ভরিব নিখিল-শূন্য, রচিব নূতন নীহারিকা,
তা' হতে, সোনার সূর্য, সূর্য হ'তে ছানি' প্রেম-শিখা
গড়িব নবীনা ধরা, সে-ধরারে ধরি' দিব বিয়া
তরুণ সূর্যের সাথে, ধরা বহি' জ্যোতির অমিয়া
প্রস্ফুটিবে মধু-পুষ্প, পুষিবে মধুপ, নীল পাখী,
গড়িবে মানব নব ; প্রাণের আনন্দে থাকি থাকি
গাহিবে : পেয়েছি প্রেম, পেয়েছি স্বপ্নের কান্তে মম,
পেয়েছি মনের মণি, প্রাণের প্রেমিক প্রিয়তম,
রচেছি বাসর তাই। আয় ভাই, ওলো পুরনারী
শঙ্খধ্বনি কর্, সব সানন্দে দাঁড়া লো সারি সারি
উলুধ্বনি দিয়া, আন্ পুষ্প মালা, বরণের ডালা,

প্রেমের আনন্দ-গন্ধে ভরি তোল্ ভুবন নিরালা
সুন্দরের সম্বর্ধনা লাগি'। সুরে সুরে গানে গানে
উদ্বেলি' যৌবনাবেগে থাক্ জেগে' চঞ্চলের প্রাণে
অহরহ। সে যে এল, ওই এল। আনন্দ-অমৃতে
সঞ্জীবিল পৃথ্বী তাই, মধু-আলো নিত্য চারিভিতে
প্রমুদিল রূপ-পুণ্যে, জয়দীপ্ত চেতনা-বেদনা
নবীনের গীতিচ্ছন্দে প্রেমদেবে করি' আরাধনা
আহ্বানিল শিব-সত্যে, সুন্দর দানিল তাই ধরা,—
লজ্জাহীন পশুত্বের সজ্জাহীন পাপের পশরা
ভয় নাই, শূন্য সাথে শূন্য-লোকে নিয়েছে বিশ্রাম !

বন্ধু, তবে আসি আজ। সূর্যলোকে জানাব প্রণাম
অনাগত তোমাদের। ভবিষ্যের বরেণ্য অতিথি
নূতন পৃথিবীলোকে তোমরা গাহিয়া মোর গীতি,
তোমরা দানিয়ো আশা, ভালোবাসা, ফাল্গুনের ভাষা।

সৃষ্টির সঙ্গীত রচি' সূর্যে তবে রচিলাম বাসা।

কবর

নীলাকাশে জ্বলে তারাগুলি আর বনে জ্বলে ফুলগুলি
গানে জ্বলে মিঠে সুর,
নদীবুকে জ্বলে নৌগুলি, আহা, সাদা সাদা পাল তুলি'
কবরেতে জ্বলি ভারতীয় মজ্‌দুর!

কবরে মোদের আকাশের আলো পশে নাক' এতটুকু
দয়া দানে নাক' চাঁদ—
আঁধারে তা' বলে'—ভাবো কি, নিয়ত করি মোরা ধুকুপুকু?
নিজেরা জ্বলিয়া পুরাই নে আলো-সাধ?

পিঠের তলায় কাদা কাঁদে আর মুখের ওপরে মাটি,
মাটির ওপরে ঘাস
কবর-ঘরের 'চাল' হয়ে হাসে, তারি তলে পরিপাটি
আরামে স্বপনে বাঁচি মোরা বারো মাস!

আলো নেই বলে' নিজে জ্বলি আর বাতাস আসে না তাই
সুখে করি প্রাণায়াম,
অন্ন ও জলে 'ওলাউঠো' আছে, তারে ফাঁকি দিয়ে ভাই
মুখ টিপে দাঁতে দাঁত চাপি অবিরাম।

সতর্কতার মার নাই, তাই সদা-সতর্ক থাকি
রোগ হয় নাক আর
অসুখে নিয়ত ওষুধের তরে ঘটি-বাটি বাঁধা রাখি'
যেতে হয় নাক দয়া লাভে কারো দ্বার!

মাঝে মাঝে যবে পিপাসাটা পায়, আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে
জল দেয় ভগবান,
ঘাস ছুঁয়ে আর মাটি চুঁয়ে চুঁয়ে কবরেতে জল আসে,
'ফিল্‌টার্‌ড্‌' জল আকণ্ঠ করি পান!

এত জল পাই, সে-জলে যেন-বা স্নান-ও সেরে নিতে পারি
মাটি-চোঁয়া খাঁটি জলে—
কবরেতে বেড়ে সুখে আছি, মনসুখে আছি অনিবার-ই—
জানিতে কি ভায়া, এত হেথা সুখ ফলে?

নীলাকাশে জ্বলে তারাগুলি আর বনে জ্বলে ফুলগুলি
গানে জ্বলে মিঠে সুর,
নদীবুকে জ্বলে নৌগুলি, আহা, সাদা সাদা পাল তুলি'
কবরেতে জ্বলি মোরা যত মজদুর!

আধুনিক

প্রেম নাই প্রাণে, আছে মিছা সৌজন্য—
সাজায়ে বসেছি রঙ্-করা শত ঢঙ্-করা যতো
শিষ্টাচারের পণ্য।
ধরণীর হাটে নিত্য
বেচি কিনি কত জীবনের সোনা
লাভ করি কত বিত্ত,—
নানা ধনে জনে ধনী মানী, আমি
গণমাঝে হই গণ্য,—
কে জানিত আহা এত দিতে পারে
প্রাণহীন এই
প্রেমহীন সৌজন্য!

কথাগুলি মোর মধুমাখা, বড় মিষ্ট!
ফুলের ভাঁড়ারে মধু, জেনো, আর রহে নাই, বুঝি
রহে নাই অবশিষ্ট।

স্বদেশের সাধু ভক্ত

মধুপের মত কথা-পানে, আহা,

অহরহ অনুরক্ত,—

শুধু কথা, ভাই, মধু কথা দানে

ধরা মাঝে আমি ধন্য—

কে জানিত মোরে এত দিতে পারে

প্রেমহীন এই

কথাসার সৌজন্য!

জীবনের মাঝে আলো নাই, সব ধ্বান্ত।

তবু পথ চলি এমনি গরবে আমি যেন আলো-

আলোকার নবপান্থ!

চোখে মুখে জ্বালি দীপ্তি

গীতি-স্মরণের প্রীতি ক্ষরণের

ভীতি-হরণের তৃপ্তি,—

পতঙ্গদল পলকে পলকে

ছুটে বুঝি তারি জন্য,—

কে জানিত, ভাই, এত দিতে পারে

আলোহীন এই

আলেয়ার সৌজন্য!

শতাব্দীর সুর

দিনে দিনে আর ক্ষণে ক্ষণে যেন ভেঙে পড়ে তনু-মন,
ব্যাকুল আবেগে রহি' রহি', কাঁদে শঙ্কিত যৌবন।
জীবন-আকাশে আসে
নিষ্ফলতার ভীম-কালো, হায়, মরি লজ্জিত ত্রাসে।
সান্ত্বনা-শশী ডুবে যায়, ডুবে স্বপনের ক্ষীণ তারা
হাঁতাড়িয়া ফিরি ভুবনে ভুবনে ম্রিয়মাণ দিশাহারা।
আশা নাই, আলো নাই
জানি নাক ভাই কোথা চলি, ছাই
কোথা থাকি, কোথা যাই।
তুমি আসি' মোর হাত ধরি হাসি' বসাও আমারে পাশে
ভুলাবারে চাও মরমবেদনা প্রীতি দানি' উল্লাসে,
আঁচলে মুছায়ে গলিত-অশ্রু ললিত-ছন্দে গাহি'
জানাবারে যাও : জয় পাবো, পাবো জয়
—ওগো ভয় নাহি।
তবু তো ভরে না মন,
আকুল আবেগে শিহরে সতত
শঙ্কিত যৌবন॥

আজি ভুবনের ভবনে ভবনে মাতি উঠে দুর্গতি
আজি জীবনের পরতে পরতে প্রবেশে মন্দমতি।
আজি আকাশের কোনে
সর্বনাশের ধূমকেতু জাগে স্পর্ধিত নর্তনে।
এ-হেন সময় কেন আসো তুমি হে মোর কল্পলতা
কেমনে গোপনে সংযত করি পাশব চঞ্চলতা ?
হায় প্রেম, হায় সেবা
মত্ত পৃথিবী, মর্যাদা তব
মর্মে ধরিবে কেবা ?
তুমি হাসি' যবে সান্ত্বনা দাও, দাও প্রীতি-ভালোবাসা,
মোরা পশু সব পরিহাসি' তোমা প্রতিদান দিই খাসা।
মুখ ফুটে ব্যথা জানাতে চাহ না, নামায়ে আননখানি
মনে মনে তুমি কী যে কহ দিনযামি
—ওগো আমি জানি।
ভয়ে কাঁপে তাই মন,
আকুল আবেগে শিহরে সতত
শঙ্কিত যৌবন॥

কাল-তরঙ্গ

ঐ আসে তরঙ্গ দুর্দম, তারে
রুধিতে সাধ,—
রাত্রি-আঁধারে হুঁশিয়ার রহে
প্রাচীন বাঁধ।
আকাশ মত্ত, বায়ু দামাল,
পৃথ্বী ফুকারে: আয়ু সামাল,—
হিমালয় বুঝি মৈনাক হতে
ঐ লুকায়
আসে তরঙ্গ, কাল-তরঙ্গ
বুক শুখায়।

এই ভীম-তরঙ্গে ভেসে যেতে কহ
কাহার সাধ?
দুর্মদ বেগে রাত জেগে' রচি
বাঁচার বাঁধ।

বুক ঠুকে রুখে মুঠি পাকাই
কম্পিত চিতে পিছে তাকাই—
'ভয় নাই' বলি' হুঙ্কারি—তবু
কাঁপে হৃদয়
আসে তরঙ্গ, কাল-তরঙ্গ
বড় নিদয়।

ঐ ধ্বসে পড়ে যত ভীম-তরু, ভীম
অশথ বট—
গুঁড়ি ধ্বসে, শত ঝুরি খসে, হায়
কাঁদে বিকট।
লাখ বছরের বাঁধা বাসায়
পাখা দিয়ে পাখা ঢাকে আশায়,
শাখা ঢাকে পুনঃ পাখীদের পাখা,—
নাই আকাশ—
আসে তরঙ্গ দুর্মদ, হাসে
পথের ঘাস!

ঐ আসে তরঙ্গ দুর্দম, তারে
রুধিতে সাধ,—
দুর্মদ বেগে প্রাণপণ করে
বালির বাঁধ।
রাত্রি গভীর, আঁখি আঁধার
দিশি দিশি দোলে ভীম পাথার;—
সাঁতারিতে নারি, হাঁতাড়িয়া করি
আর্তনাদ,—
আসে তরঙ্গ দুর্মদ, মোর
বালির বাঁধ!

কবি

ভাঙাঘরে পাতো ভাঙা খাট্‌খানা, হাতছুটো কর তাকিয়া
আরাম্‌সে শোও কাম-শেষে, রও 'গদিয়ান'-চালে বাঁকিয়া।
গুণগুণি' গাও বুলবুলি-গীতি
মন্‌ খুলি' কবি-সুরে হে
স্বর্গ চতুর্বর্গ আসিবে, হাসিবে, কাসিবে দূরে হে।

'লভে' পড়ে চাও নভ-পানে, দ্যাখো কত শত জ্যোতি-তারকা
আঁখি-ইশারায় সাকি সম চায় (হেন-'চাওয়া' যেন কারো না !)
গালে হাত দিয়ে (পেটে হাত ?) ভাবো :
তোমার এ-ধরা প্রকৃতি
চন্দ্র-সূর্য্য-তারকা-সমীর-পত্র-পুষ্প প্রভৃতি !

ভেবেছ ? এবার চোখ বুজে ফ্যালো, দ্যাখো ক্ষুধা নাই উদরে,
শোনো সা-রে-গা-মা-সুর-ধরা-প্রায় শত কোয়েলায় 'কু' ধরে।
শুনেছ ? আবার চোখ খুলে' ফ্যালো,
দ্যাখো ধরা নাচে আলোকে,
ভাবো : বসন্তে অনন্ত-সুখে হেরিলে 'পরম-ভালো'-কে।

ভেবেছ ? আবার চোখ বুজে ফ্যালো, গুণগুণি' গাও গীতালি,
কল্পনা আসে করিতে কি কবি মিনতি জানায়ে মিতালি ?
শোণিতে নাচে কি যৌবন, চিত-
যৌবনে রতি-মধু কি ?
আপ্‌সে সহসা বুকে এসে' কাঁদে রতিমতি নব-বধূ কি ?

হোলো তো? এবার সুখে স্নান করো কামনার ক্ষীর-সাগরে
কবিতা কবির শোনো নি, সে-হেতু ছিলে এতদিন হা-ঘরে।
বেঁচে থাক, আহা সুখে থাক, কেন
কবিতার সুর শোনো নি?
কল্পলোকের তাঁত-ঘরে কেন বাসনার জাল বোনো নি!

যা' হবার হায় হয়ে গেছে আজ কোন মতে গেছ বেঁচে হে!
প্রাণটা থাকিতে কবিতার গান কান ঘেঁষে এসে গেছে হে।
ভাঙাঘরে পাতো ভাঙা খাট্‌খানা
হাতছুটো করো তাকিয়া,
ভয় নেই আর, আরাম্‌সে ঘাড়্ আড়্ হয়ে থাক্ বাঁকিয়া।

গাল্পিক

শোনো তোমাদের একটি গল্প বলি ঃ
এক দেশে এক মেয়ে ছিল খুব সুন্দরী, মনোরমা
আর ছিল এক ছেলে, খুবই ভালো, রূপে গুণে অনুপম।
মনোরমা আর অনুপম দুটি আধুনিক ছেলে-মেয়ে—
আধুনিক, খাঁটি আধুনিক, অতি-আধুনিক গুণে গুণী!

হাসছ যে বড় ······ অনুমানে বুঝি বুঝে নেছ মোর প্লট—
বুঝে নেছ, ভায়া, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কী ঘটাব পরে পরে!
ভাব্‌ছ, ক্রমশঃ ফেনিয়ে ফাঁপিয়ে ভূমিকা করব এই ঃ
'মনো' একদিন 'অনু'কে দেখ্‌ল পার্কে বা সিনেমাতে,
অনু একদিন মনোর বাড়ীর ঠিকানাটা পেল হাতে,
মনের অসুখে বিছানাতে মনো কাত্‌রাল সারারাত্‌
সাত্‌পাতা চিঠি অনু যবে তাকে লিখ্‌ল কাব্য করে'?

জ্ঞানীর মতন হাসছ। হায় রে, গল্প শোনাই কারে!
বঙ্গদেশের বেরসিক যত পণ্ডিত পাঠকেরা
এখন-ও বোঝে নি ঃ প্লট নিয়ে শুধু মাতামাতি করা মানে
ঘোরানো-প্যাঁচানো সস্তা কথায় বস্তা বোঝাই করা।

প্লট বুঝে গেছ ?··· বড় বুঝদার···তবে তো বুঝেছ সবই,
প্লট ছাড়া যেন গল্প হয় না ··· সাবাস্ সমজ্দার।
প্লট আর প্লট···কী হলো, কী হবে, কী ঘট্বে তারপরে···
গল্প গল্প, কেবল গল্প ··· অল্পতে পাও সুখ।
গল্প চাওতো যাও না যে কোনো ডিটেক্টিভের কাছে—
অথবা যে কোন ঠাকুর-মা আর ঠাকুরদাদার ঘরে,
হাঁড়ি হাঁড়ি মানে কাঁড়ি কাঁড়ি কত মজার গল্প পাবে -
যা শুনে' তোমার পিলে কেঁপে যাবে, রোঁআঁ হয়ে যাবে খাড়া,.
রাত্রে একলা বাইরে বেরোতে মনে হবে ঃ
'ওরে বাবা'।

শোনো তোমাদের বলি···
একটি মেয়ে ও একটা ছেলের পরিচয় হলে পর
(পরিচয় মানে দেখাদেখি থেকে মাখামাখি কিছু হলে)
দোঁহায় দোঁহার প্রেমে যে পড়বে, এতো খুবই স্বাভাবিক ;
এক আর এক যোগে দুই হয় —এ-কথা সবাই জানে,
ছেলে আর মেয়ে মিলে প্রেম হয়, একথাটা জানবে না ?

ধীরভাবে সব শোনো ঃ
আমরা যে-সব গল্প করব—আসল গল্প সব,
যৌবনঘন জীবনায়নের গহীন গুহ্যবাণী, .
সাহিত্যলোকে সোনাহীরামণি—অতুল আবিষ্কার,.
মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণের মনীষী মুন্সীয়ানা।

ছেলেটি যখন মেয়েটিরে, ভায়া, দেখবে প্রথম দিন
কানে কানে তার কতটি কোকিল কুহু কুহু গান গাবে,
প্রাণে প্রাণে তার কত জীবনের উথলিবে ফাল্গুন—
গানে গানে তার কত সুর যাবে মূর্ছা মূর্ছনায়,
আমার গল্পে বাজিবে ছন্দ তার।

মনোলীনা যবে মনের বাহিরে নয়নের পুরোভাগে
ললিত লাজের লাবণ্য হানি' দাঁড়াবে চিত্র সম,
অনুপম-প্রেম উথলিলে, হাসি' সরমে ও কামনায়
নয়নের তূণে গুণে গুণে দিবে ছুঁড়ে ফুলশর আনি'
আমার গল্পে ভাতিবে চিত্র তার।

হৃদয়ের তলে যে প্রাণমুকুল নিতি রহি' উন্মুখী
পুরুষের প্রেম-সমীর-পরশে হরষে সরসি' উঠি
দুলে দুলে আর ফুলে ফুলে নাচে নন্দিত নর্তনে
সন্ন্যাসী শত উদাসী হৃদয়ে স্বপনে লুব্ধ করি'—
আমার গল্পে জাগিবে নৃত্য তার।

নায়িকা যখন আলসবিলাসে আসি' নায়কের বুকে
গদগদ সুরে বলবে : হে প্রিয়, রাগ-রমণীয়, নাও,
দেহে দেহে তার নব স্নেহাবেগে জাগবে যে শিহরণ,
বুকে বুকে তার টিপ্‌টিপানির বাজ্‌বে যে-সব সুর,
আমার গল্পে মাতিবে কল্প তার।

গাল্পিক

শোনো তোমাদের বলি :

প্লটটা সবাই বুঝে গেছ বলে' ভেবো না বুঝেছ সব,—

বোঝা যা যায় না, খোঁজা যা যায় না, তা-ই যদি চাও পেতে·

চাও যদি পেতে উতলা মনের উথলা উদ্বেলতা,

গল্পটা বলি, শোনো :

রিয়ালিষ্ট

নীলাকাশে জাগে রোদ সাতদিন বাদে,
আজ
সারা ধরা করে চক্‌চক।
জলে-ভেজা নটেগুলো তাজা হয়ে হাসে,
আহা
লাউডগা পায় যেন প্রাণ!
ভাদরের জলে ধুয়ে তক তকে হয়ে গেছে
রায়েদের দালান ও রক—
দ্যাখো, দ্যাখো, আহা দ্যাখো, রকে শুয়ে সোনা রোদ
সুখারামে করে আন্‌চান্‌!

নীলাকাশে জাগে রোদ—
আমাদের ভাঙাছাদ শুখায়ে হয়েছে খট্‌ খট্‌,
ন্যাক্‌ড়া ও কাঁথাগুলো শুখাতে তো দেয়া যায়,
খেঁদি তো এখুনি পারে দিতে,—
বড়িগুলো ছাদে দিতে খুড়ি-মাকে বলি,
কই—
খুড়ি-মা করো না চট্‌পট্‌,
বড়িগুলো বড় ভাল, ভাল বিউলির বড়ি,
বড়ি তুমি ভালবাসো দিতে?

নীলাকাশে জাগে রোদ, খাটে বড় ছারপোকা,
রাতে ভালো হয় নাক ঘুম,
একটু গরম জল বুঁচিকে করতে বলি।
—মণি কোথা, মণি, ওরে মণি!
বুঁচি কোথা আন্ ডেকে, একাকী বাগানে ঢুকে'
গানের লাগালি কেন ধুম?
বইগুলো 'রুই-'এ কাটে, রোদে সব মেলে দে না।
বই-এর 'রুই'-রা সব শনি!

এমন সোনার দিন, হোথা শুধু বসে' বসে'
কেন মিছে করো বক্‌বক্?
চট্‌পট্ ওঠো। চলো। নীলাকাশে জাগে রোদ
সারা ধরা করে চক্‌চক্!

বেকার

মাথা নিচু করে' পথ দিয়ে চলি, তাকাই না কারো পানে
ভাইরে তাকাই না কারো পানে,
ছেড়ে দেছি কবে উঁচু সুরে কথা বলা,—
সে যবে আমার এলো নাক' আর আশা রাখি কোন্ প্রাণে
ভাইরে আশা রাখি কোন্ প্রাণে ?
প্রেম চাওয়া মানে স্রেফ্ বিরহেতে জ্বলা !

মনে করেছিনু সুতরুণ, তায় উদরে বিদ্যে আছে
ভাইরে উদরে বিদ্যে আছে—
ঠোঁটে মুখে আছে ভয়াবহ বাগ্মিতা,
তাই দেখে' তার তাক লেগে' যাবে, প্রেম এসে' যাবে কাছে
ভাইরে প্রেম এসে যাবে কাছে,
আপ্‌সে সে মোর ঘরে হবে উপনীতা !

আশায় আশায় রনু বহুদিন, উহু সে কি যন্ত্রণা
ভাইরে নিদারুণ যন্ত্রণা,
নিঠুরা সে তবু এলো না তো মোর কাছে !
'রাইভ্যাল' কেউ 'রাই' বলে হেসে' দিয়েছে কুমন্ত্রণা
ভাইরে দিয়েছে কুমন্ত্রণা
নহিলে সে কেন আজ-ও দূরে রহিয়াছে ?

'আয়' বলি' তারে ডাকি স্নেহভরে, 'এসো' কহি শ্রদ্ধায়
ভাইরে প্রাণময়ী শ্রদ্ধায়,
'আসুন আসুন' ডাকি কভু সমাদরে—
তবু তো তাহার মান ভাঙে নাক', প্রাণ জাগে নাক' হায়
ভাইরে প্রাণ জাগে নাক হায়,
আমি যে এদিকে কেঁদে মরি ঘরে-পরে!

চিঠির ওপর চিঠি লিখি রোজ 'সাধু ভাষা' ঝেড়ে-ঝুড়ে'
ভাইরে মধু ভাষা ঝেড়ে' ঝুড়ে'
গণ্ডাদশেক চিঠি গেল তার পায়ে—
স্বপনে গোপনে মান ভাঙি তার পায়ে মাথাখানা খুঁড়ে'
ভাইরে নাক খুড়ে' মাথা খুঁড়ে'
তবু সে আমায় নিল না তো স্নেহছায়ে!

মাথা নিচু করে' পথ দিয়ে চলি, তাকাই না কারো পানে
ভাইরে তাকাই না কারো পানে,
ছেড়ে' দেছি কবে উঁচু সুরে কথা বলা,—
শ্রীমতী চাকুরী মেরে দিল মোহ-মাধুরীর চোরা-বাণে
ভাইরে চাতুরীর চোরা-বাণে,—
কে জানিত তার ছিল এত ছলা-কলা!

যুবা-'সুন্দর' 'বিদ্যা'লয়ের বহিরঙ্গনে কাঁদি
ভাইরে বহিরঙ্গনে কাঁদি
মালা আসে নিতি বাড়ায়ে বক্র গলা,—
বিদ্যা আমার মরীচিকা সম তৃষ্ণাতে বাদ সাধি'
ভাইরে তৃষ্ণাতে বাদ সাধি'
শূন্যে সলিল দেখায়ে পক্ক কলা!

স্বদেশী

একহাঁটু ঠেলিয়া কাদা পায়ে
চলো মোরা চলি দুই ভায়ে।
বাঁশবন ফেলে' রেখে' বাঁয়ে
তারো বাঁয়ে কচুবন-ছায়ে
পুবে তার রেখে' পচাডোবা
কচুরী-পানায় ভরা শোভা,
গেঁড়ি ও গুগ্‌লীভরা পাড়ে
সাপুড়েরা কালোসাপ মারে
ধীরে ধীরে চলো তার পারে
একহাঁটু ঠেলিয়া কাদা পায়ে।

একহাঁটু ঠেলিয়া কাদা পায়ে
চলো মোরা চলি দুই ভায়ে।
পথোপরি আছে এক সাঁকো
ধীরে ভাই, হাত ধ'রে' থাকো,
নড়ো না, সাম্‌লে রাখো টাল্‌
তলায় রয়েছে পচা খাল,—
ঠিক ঠিক, নাকে দাও হাত
গন্ধে আমারও ফাটে আঁত্‌
রহি হেথা সারা দিন রাত্‌
আঁত্‌-ফাটা সয়ে গেছে গায়ে।

একহাঁটু ঠেলিয়া কাদা পায়ে
চলো মোরা চলি দুই ভায়ে।
ধীরে ধীরে এসো পুবদিকে
ডায়ে রাখো বটগাছটিকে
দেব্‌তা ও, গাঁ-র বোনঝির,—
বাঁয়ে রাখো ভাঙামন্দির,
আরো বাঁয়ে দেখা যায় মাঠ
হোথা বসে হারুদের হাট,
ওই দূরে শীতলার ঘাট—
ওরি পারে থাকি ছেলে-মায়ে।

একহাঁটু ঠেলিয়া কাদা পায়ে
এসো, ঘরে বসি দুই ভায়ে।
বসো ভাই, এনে দিই গাড়ু,
জল চাই, জল চাই আরু?
জলে পানা? মাছ-ও আছে খুব!
মাছ তুলি জলে দিয়ে ডুব।
সেবার পাঁকাল-মাছ বলে'
কালো সাপ ধরে ফেলি জলে,
সে-ব্যাটা কামড়ে দিল, ফলে
সাপুড়ের ধরি হাতে-পায়ে।

একহাঁটু ঠেলিয়া কাদা পায়ে
এলে, বসো, ঘোরো কেন বায়ে ?
বাইরে বসো না ভাই মোটে,
ডাঁসগুলো গায়ে যদি ফোটে
পেটেতে গজিয়ে যাবে পিলে,
যা' খাবে, তা' সে-ই খাবে গিলে।
ও-ধারে যেয়ো না ভাই, এসো
বাঘের বন্য মাসি-মেসো
আছে হোথা ; ঘুমে ভালোবেসো
স্বদেশের ঘনবনছায়ে।

গৃহস্থ

গৃহে অহরহঃ করুণ কলহ। বাবার আফিম্ নাই,
খিটিমিটি তাই লেগে আছে অবিরাম,—
দুধওয়ালীর সাতটাকা দেনা আজ-ই শোধ দেয়া চাই—
তাড়াতে তাহারে গায়ে ছোটে কাল্ ঘাম।

ভাঁড়ারেতে ভাই 'বাড়ন্ত' হলে চাল-দাল-মুন-তেল
ভুতনাথ মুদী জিনিষ দেয় না আর,
সন্ধ্যাহ্নিক সেরে' বাবা কন: চুরি করে' চলো জেল,
মা শুনে' বেরোন পাড়ায় মাগিতে ধার!

গোয়ালে গোরুটা টাঙানো, হায়রে খায় নিক তিনদিন,
'হাম্বা' করে না, চাঙ্গা তো আর নয়!
না-খেয়ে ভাইরে চেহারাটা তার যেন চাম্‌চিকে ক্ষীণ,
ছেড়ে দি? ও-বাবা, আছে খোঁআড়ের ভয়।

নব-পরিণীতা বিনায়ে বিনায়ে সখীদেরে কয় কেঁদে:
দেখে' শুনে' বাবা বিয়ে দেছে বড়ো ভালো,
ছ-মাস না-যেতে বেবাক গহনা 'পরম-গুরুর' জেদে
পেটে পুরে' আজ আতুড় করেছি গা লো!

'কবি-গুরু' হোথা অকেজোর ধাড়ী, কাঁড়ি-কাঁড়ি লেখে গান,
খাও বা না-খাও ধারে না সে কোন ধার—
সকালে বিকালে দুটি কাপ তারে চা যদি করেছ দান
চোখ বুজে হবে ভাবে সে পগার পার।

—কোন্ পারে ?
—আহা, সুরপারে !
—হায়, তাতে কি জুটবে ভাত ?
—শুধু ভাত ? প্রিয়ে, দুধে-ভরা হবে পাত !
—কবে যে তা' হবে !
—সবুর, সবুর।
—কাটে না যে কাল্ রাত্।
—কাল প্রাতে দেখো কেটে গেছে কাল্‌রাত্ !

পৃথিবীটা ঘোরে মন্থর-গতি, সত্যি কাটে না রাত্
খোঁড়া হয়ে গেছে সূর্যরথীর ঘোড়া—
শাণিত রে তাই কলহ-প্যাঁচার সদাই-সুরেলা ধাত্,
তালা-ধরা দুটো কানে গালা গুঁজে' শুয়ে আছি রাত্ ভোর,
আমার পৃথিবী, ব্র্যাভো, নাহি তোর জোড়া !

রাষ্ট্রপতি

হে বীর, লভিছ নিত্য অযাচিত অজস্র সম্মান,—
দিক হতে দিগন্তরে, শুনি, আজ দৃপ্ত জয়-গান
ধ্বনিছে তোমার নামে ; বিশ্বকবি, হেরি সুবিস্ময়ে,
স্নেহভরে গর্বভরে অকস্মাৎ বক্ষে তোমা লয়ে
গাহিছেন গৌরবের গীতি ; বিষাদিনী মাতৃভূমি
সহসা উদ্বেজি' হর্ষে ও-তোমার স্মেরানন চুমি'
কী যেন আশার সুখে দানিছেন দীপ্ত আশীর্বাদ।

তোমার বিজয় দিনে, দীনকবি, করি যদি সাধ
শুনাবারে শ্রদ্ধাভিনন্দন, সঙ্কুচিত স্তব্ধমনা
আচম্বিতে, অনাহূত, করি যদি একান্তে কামনা
গর্বিত রহিতে গর্বে তব, ভারতের রাষ্ট্রপতি,
ভরসা কি দেবে, তাতে তোমার হবে না কোনো ক্ষতি,
হবে নাক কাযের ব্যাঘাত ? কর্মে ধ্যানে, কোলাহলে
তোমার পৃথিবী আজ অহরহ তীব্রবেগে চলে
প্রমত্ত প্রগতি-পথে ; মুহূর্তেকো নাহি অবসর
শান্তিশয্যাতলে শয়নের ; দিক হতে দিগন্তর
শ্রাবণ-প্লাবিত মত্ত পদ্মার প্রচণ্ড স্রোত সম
গর্জিছ পর্জন্য-কণ্ঠে। যে-সুন্দর দীপ্ত ধ্রুবোপম
শান্তি দানি' দেশ-মাতৃকারে, কল্যাণে করিবে দান,
বিদূরিবে বঞ্চিতের অসহ্য আক্রোশ, অভিমান,
প্রকাশিবে প্রেম-সত্যে, বিনাশিবে কলঙ্ক অসার
জাতির জীবন হ'তে, হে বীরেন্দ্র, তুমি বারংবার

সে দৃপ্ত সুন্দর লাগি' রুদ্ধদ্বারে হানিছ আঘাত ,—
চক্ষে তব তাই হেরি রুচিদিব্য প্রভিন্ন প্রভাত,
মর্মে, পুণ্য পূর্ণিমার চন্দ্রকান্ত বসন্ত-বাসনা,
কণ্ঠে, ভীম সিংহ-নাদ, দেহে, দৃপ্ত বীর্যের প্রবাহ।

জানি আমি, রাষ্ট্রপতি, যে-সত্যের স্পর্শ তুমি চাহ
তোমার ভারত-মর্মে, যে-ধর্মের আশীর্বাদ লাগিঃ
ভারতসমুদ্রকূলে তপোমগ্ন রহ রাত্রি জাগি'
সে আজ-ও এল না, তাই নিত্য শুনি মত্ত কোলাহল
সামান্যের লাগি' ; তাই দিশি দিশি জাগে অনর্গল
অসত্যের বিমূঢ় ভাষণ ; তাই হেরি ঃ কেহ কেহ
তোমার তপস্যা 'পরে করিতেছে শাসন সন্দেহ
ভরিতেছে বিশ্বপৃথ্বী অশ্রদ্ধেয় দুঃসহ নিন্দায়,
মরিতেছে অহরহ দুর্বিনীত দুরন্ত হিংসায়
ছদ্মবেশী অহিংসক সব ; তাই তুমি ক্লান্তিহীন
উন্মাদ অশান্তি মাঝে যাপিতেছ দীর্ঘ রাত্রিদিন
ভীমোদ্ধত বিক্রুষ্ট বিক্ষেপে। জানি আমি রাষ্ট্রপতি
বন্দনা শোনার মত অবসর নাহি এক রতি
তোমার জীবনে আজ ; অযাচিত শত শ্রদ্ধাগান
যোগশান্ত মর্মতটে ভেসে' আসি করে অভিমান
না পেয়ে উত্তর। বন্ধু, দীন আমি, নগণ্য নবীন,
ধন নাই, জন নাই, দুঃসহ দারিদ্র্যে রাত্রিদিন
যাপি কোনমতে ; মোর স্বপ্ন আছে, নাই বাস্তবতা,
সাধনার গর্ব আছে, নাই সিদ্ধি, নাই সার্থকতা,

প্রেম আছে নাই প্রার্থী, বিদ্যা আছে নাই বিদ্যাচারী,
গীতি আছে মর্মময়ী, শুধু তাতে সুর দিতে নারি।
পরাধীন ভারতের দুঃখদীর্ণ নিষ্ফল জীবনে
অমার তরঙ্গ ঠেলে' আলোর আদর্শ স্বপ্নধনে
জিনিবারে ধাই বেগে কোনমতে সান্ত্বনার তীরে,—
কভু ডুবি, কভু ভাসি, অন্ধকার গভীরের নীরে
কভু হাবুডুবু খাই, ইচ্ছা করে যাই ডুবে যাই,
মনের মণির তটে কায নাই, গিয়ে কায নাই,
শেষ হক আলো লাগি' অমা সাথে সংগ্রামের জ্বালা।

রাষ্ট্রপতি, মনে মনে যে-শিবে পরাতে চাহ মালা
সে-শিবে আমি-ও চাই, তাই তোমা করি আবাহন
উচ্ছ্বাসিত আশে, হায় যদিও জানি, এ-নিবেদন
জাগাবে না মর্মে তব কোনদিন কোনো প্রতিধ্বনি.
আচম্বিতে কর্মে তব অকারণ ছন্দে রণ-রণি'
দানিবে ভাবের-ও আরাম। দীনা মোর প্রেমগীতি
বনকুসুমের মত নির্জনে পুলকি' মনোবীথি
নিঃশব্দে ঝরিয়া যায়, কেহ হায় রাখে না সন্ধান।
তবু শোনো, হে বৈরাগী, মন্দকবি, মাগি নাক মান,
করি নাক লজ্জা ক্ষোভ,— প্রীতি দাও অথবা না-দাও,
অনাহূত কবি-গীতি শুনিবারে চাও বা না-চাও
আপনার প্রাণাবেগে যাই রচি ভাবের উল্লাস
বিজয়গৌরবে তব।

আজিকার মত্ত কলোচ্ছ্বাস
যবে মন্দীভূত হবে, তন্দ্রাতুর রাত্রির গুহায়
প্রমত্ত জনতা যবে মুহূর্তের শান্তি-বাসনায়
ফিরে যাবে মোহক্লান্ত, যবে তুমি অবসর পাবে,
ক্ষণিক বিশ্রাম লাগি' প্রেমকান্ত প্রশান্তিরে চাবে
অশান্ত বিরক্ত চিত্তে,— সুন্দরের স্বপ্ন-অনুরাগী
যবে তুমি মৌনাচ্ছন্ন নিস্পন্দ রজনী মাঝে জাগি'
নিষ্পলক অক্ষি মেলি' রবে চাহি' ধ্রুবতারা পানে,
ভরিবে, হে দার্শনিক, চিত্ত তব রহস্যের গানে
অকারণ আনন্দ-বিলাসে, সমস্ত নিভৃতি যবে
ঝঙ্কারিবে মর্মচ্ছন্দে অজ্ঞাতের অনন্ত গৌরবে—
প্রিয়তম বন্ধু, শোনো, এইটুকু করিয়ো স্মরণ ঃ
তোমার বিজয়-দিনে দানিয়াছে প্রেমাভিনন্দন
অজ্ঞাত পল্লীর কোনে অলক্ষ্যে অখ্যাত দীনকবি,—
সম্মুখে রাখিয়া তব জ্যোতিকান্ত রূপপ্রতিচ্ছবি
মনে মনে গীতি গাহি' প্রীতিভরে করেছে অর্পণ
অজস্র প্রেমের স্তুতি, স্বপ্নে তব করি সমর্পণ
যৌবনের আশাগুলি, রচিয়াছে সবার আড়ালে
আনন্দের অশ্রুমাল্য, আঁকিয়াছে তব দীপ্ত ভালে
রক্ত-চন্দনের জয়-টীকা। তুমি আসি' কান্তহাসে—
তুমি-ই জানো না, সখা তারুণ্যের অমিত উচ্ছ্বাসে
পরেছ ও-কণ্ঠে তব আমার অশ্রুতে গাঁথা-মালা,
অসীম সান্ত্বনাভরে বিদূরিয়া গুপ্ত মর্মজ্বালা
দিয়েছ আশ্বাস ঃ

—কবি, ভয় নাই, আসিছে প্রভাত।

—সেদিন কি মিটে যাবে আজিকার সমস্ত সংঘাত
লজ্জাহীন অসত্যের যত ব্যভিচার?

—মিটে যাবে।

—তবে তব হবে জয়, হে সুভাষ, তুমি জয় পাবে;
তুমি সত্যান্বেষী, কবি তোমা'পরে রেখেছে বিশ্বাস।
তোমার আননে চাহি' অভয়ের নির্বিঘ্ন নিঃশ্বাস
নিতেছি প্রসন্ন চিত্তে,— ভাবিতেছি, স্বপ্নের কামনা
বাস্তবে লভিবে রূপ কবে, কবে তুমি শান্তমনা
শান্তির আনন্দযজ্ঞে কবিরে ডাকিবে তব পাশে
আদেশিবে প্রিয় সম প্রীতিদিব্য অমিয়-উল্লাসে:

—জয়-গান গাহ, কবি
শুনিবারে জাগিছে ধরণী!

—আমি তো অখ্যাত দীন কবি।

—তবু তব গীতিধ্বনি
শুনিবে সমস্ত বিশ্ব, ভীরু সঙ্কুচিত কবি, শোনো
অন্তরে রেখো না দ্বিধা, হৃদয়ে রেখো না লজ্জা কোনো,
নবভাবে নবচ্ছন্দে আঁকো তুমি নব গীতিচ্ছবি—
তুমি শুধু কবি নও, স্বাধীন ভারতে তুমি কবি!

—এ কী স্বপ্ন, এ কী মায়া, রাষ্ট্রপতি, এ ত নহে ভ্রম?

—পূর্বাকাশে দেখ চাহি'—সূর্য জাগে!

—বন্দে মাতরম্।*

জানুয়ারী ৩১, ১৯৩৯

উনচল্লিশ খৃষ্টাব্দে ভারতরাষ্ট্রের গণনির্বাচিত অধিনায়ক শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর জয়গৌরব উপলক্ষে রচিত।

সাধনা

মন্দিরে বসিয়া আছি। সমাহিত মনে
আমারে দিতেছি পূজা, নীরবে নির্জনে
গভীর প্রশান্তিভরে; গাহি আনমনে
আমারি আহ্বান-গীত, শান্ত গুঞ্জরণে
অক্লান্ত আনন্দ-ছন্দে।

মোরে দিই পূজা
হরি নহে, হর নহে, নহে দশভুজা
দুর্গতিনাশিনী দুর্গা, নহে মহাকালী
নহে লক্ষ্মী, নহে সরস্বতী। আমি জ্বালি
আমারি প্রদীপখানি আমারে পূজিতে,—
দেবেরে খুঁজিতে নারি, আমারে খুঁজিতে
মন্দিরে বসিয়া আছি।

মোর বক্ষমাঝে
স্বপ্নমগ্ন যে-মানব নিভৃতে বিরাজে
আজি-ও যে আসে নি আলোকে, পৃথ্বীতলে
অহরহ আর্তিভরে আত্মদানবলে
সবারে আত্মীয় করি, হরি' বিশ্বচিতে
রাখে নি প্রেমের নাম ; গানে গন্ধে গীতে
নিখিলের জনে জনে মন্ত্রমুগ্ধ করি'
জাগে নি স্বপনে অভিনব ; অবতরি'
পৃথ্বীপ্রেমে,— অবারিত বৈরাগ্য-সোহাগে
প্রমুদি' যৌবন, মন — কান্ত অনুরাগে
হাসে নি বসন্ত প্রেমোচ্ছ্বাসে ; মরি মরি
ধ্যানে ধ্যানে জ্ঞানাতীতে পরিক্রমা করি'
আজো যে বন্ধুর লাগি' আনে নি বহিয়া
পূর্ণের প্রসন্ন শান্তি : অনন্ত অমিয়া,
অনাগত স্বপ্নোপম সেই মানবেরে
মন্দিরে দিতেছি পূজা।
কোনো গ্রহফেরে
সে আমার টলে নাক ; অটল, গম্ভীর
মূর্তি তার ; বহ্নিমান ব্রহ্মচারী বীর
লাবণ্যসুন্দর তনু।

তারে ধীরে ধীরে
স্বাগত-বন্দনা গাহি' নিভৃত মন্দিরে
রহি স্তব্ধ ; ধ্যানে ধ্যানে সে যখন আসে
সচকিত উদ্বেজিত চাপল্য প্রকাশে
ব্যাকুল বিদ্রোহভরে, অবনত মুখে
নতি দিই প্রীতিপ্রেমে, উচ্ছ্বসিত সুখে
আনন্দবিহ্বল রহি ।
সে আসিবে কবে
আমারে তুলিয়া লবে স্বর্গীয় গৌরবে
অসীম উদয়াচলে, আজ-ও জানি নাই,
শুধু জানি ঃ আসিবে সে । নিত্য গাহি তাই
বিচিত্র আনন্দ-ছন্দে তাহারি আহ্বান
সাধনামন্দিরে ; যৌবনের দৃপ্ত গান
মন্ত্রে ধরি তাহারি আবেশে ; বিশ্বপ্রাণ
ছুটাই তাহারি পথে দীর্ঘ দিনমান
ক্লান্তিহীন ।

ধ্যান-শান্ত সাধনামন্দিরে
আমি-রে দিতেছি পূজা । — নামো ধীরে ধীরে
হে আমার দীপ্ত আত্মা ! বিশ্ব-বর্ত্তমান
তোমারে বন্দিছে, নিত্য করিছে আহ্বান ।

যৌবনোন্মেষ

আকাশে বধির করি' যে-ভয়াল ডম্বরু বাজায়
ডম্বরু বাজায় আর উল্লাসে তাথৈ তালে নাচে,—
সে ভয়াল জাগে বুঝি যৌবনের দৃপ্ত চেতনায়
জীবনের ছন্দে যবে মৃত্যু আসি' পরাজয় যাচে।
হে ভৈরব, আজি মানিলাম
যৌবনের মধুপ্রাতে, মৃত্যুঞ্জয় মানুষেরি নাম।

পল্লবমর্ম্মর-স্বনে যে কিশোরী বাজায় নূপুর
বাজায় নূপুর আর অধীর সমীরে খায় দোলা,—
সে-কিশোরী আনে স্বপ্নে মর্ম্মরিত সম্মোহিত সুর
উদ্বেলিত চিত্তে যবে নিত্য ভাই রহি বিশ্বভোলা।
হে কুমারী, জানিলাম, কবি,
যৌবনের মধুপ্রাতে, আঁকি যাব কার প্রেমচ্ছবি!

সমুদ্র-তরঙ্গ-ভঙ্গে যে-দানব করে আস্ফালন
করে আস্ফালন আর ফুলে' ফুলে' আছাড়ে ধরায়,—
সে-দানব নিত্যে যেন মুষ্টি তুলি' মাগে রুদ্র রণ
ফুঁসিয়া রুষিয়া যবে জয় লাগি' চিত্ত মোর ধায়।
রে প্রচণ্ড, আজি জানিলাম
যৌবনের মধুপ্রাতে, এ-জীবনে অনন্ত সংগ্রাম।

পূর্ণিমার স্তব্ধরাতে যে-তরুণ হাসে শুভ্রহাসি
শুভ্রহাসি হাসে আর মৌনমাঝে সেতারা বাজায়,—
সে-তরুণ গৌরকান্তি কী যে মোরে দেয় ভলোবাসি'
লোক হতে লোকান্তের বাণী যবে মর্ম্মে মূরছায়।
হে সুন্দর, মানিলাম তবে
যৌবনের মধুপ্রাতে, প্রমুদিব কোন্ মধূৎসবে।

যৌবনস্বপ্ন

জন্মাবধি মূক যারা, জানে না কথার ছন্দে হরিতে হৃদয়,
জানে না সঙ্গীত-সুরে আনন্দিত প্রাণরঙ্গে
বসন্তেরে করিতে আহ্বান,
সহসা তাদের ব্যথা বর্ণিতে বাসনা জাগে,— আমি তো নিদয়
লিপ্ত শুধু আত্মস্বপ্নে, কেমনে জাগিবে ছন্দে
বাক্যহীন মানুষের গান?
স্বপ্নভরে শুনি শুধু বাক্যহীন অভাগ্যের
ব্যথিত ক্রন্দন,
দিন দুয়েকের লাগি' বাস্তবে কি হতে নারি
বোবাদের বোবাবন্ধুজন?

জন্মাবধি অন্ধ যারা, হেরে নাই কভু হায় পৃথিবীর আলো
হেরে নাই আকাশের বিচিত্র বর্ণের লীলা,
হেরে নাই অরণ্য-প্রতিভা—
তাদের বেদনাখানি বুঝিবারে যাই, কভু বুঝি নাই ভাল,—
অন্ধ হয়ে জন্মি' যদি অক্ষি শেষে লভিতাম,
লভিতাম অনুভূতি কিবা!
অন্ধ হয়ে জন্মি নাই, দিন দুয়েকের তরে
এই অক্ষি নাও
পেয়ে যারা হারায়েছে অন্ততঃ তারে দুঃখ
মোর বক্ষে বিকশিতে দাও।

বিলাসী তরুণ আমি ফাল্গুনের স্বপ্নে রহি যৌবনবিহ্বল
বুঝি না তাদের দুঃখ কভু যারা শোনে নাই
বিহঙ্গের আনন্দ-ভাষণ—
শোনে নাই উল্লসিয়া প্রিয়ার প্রেমের গীতি সুচির চঞ্চল,
শ্রবণ হারায়ে, হায় মুখর ধরায় শোনে
স্তব্ধতার নিত্যানুশাসন।
দিন দুয়েকের লাগি' মোরে কি পার না প্রিয়
কবিতে বধির—
আমার ব্যাকুল কবি বধির বন্ধুর ব্যথা
বুঝিবারে বড় যে অধীর !

নারী হয়ে জন্মি নাই, জানি না নারীর মন, চাই না জানিতে
শুধু যারা রূপহীনা পায় না স্বামীর প্রেম
রূপহীনা 'লোমশার' মত—
তাদের বেদনাখানি বিকশিয়া যেতে চাই কবিতাখানিতে,—
কেমনে তা পারি, আমি বৈরাগ্য-বিলাসী, রহি
আত্মভাবে মত্ত অবিরত।
বাস্তবে যে নারী হতে পারি নে তা' জানি, তবু
স্বপ্নভরে মোরে
দিন দুয়েকের লাগি' দিতে কি পার না প্রভু
রূপহীনা ভাগ্যহীনা করে' ?

সম্ভাবনা

যা' কিছু বলার ছিল, শেষ ; ওরে কবি এতদিন
যে-গান গেয়েছি, যদি জানিতাম ঃ প্রসন্ন-নবীন
শুধু মুহূর্তেরো লাগি' সে-গানের আনন্দ-ঝঙ্কারে
একদা হয়েছে মূর্ত, দীনতম আমার সেতারে
দিয়েছে চকিত-স্পর্শ নিরুদ্বেগ নিষ্কম্প আঙুলে,
বলার রহিত কিছু তবু। কেমনে যাব রে ভুলে' ঃ
স্বপ্নে যারে ধরি বুকে সে আমারে নিল না তো বুকে,
মুহূর্ত দিল না হায় প্রেমিকের উদ্বেলিত সুখে।

নিস্তব্ধ বসিয়া আছি ; সমীরণ বহে যায় দূরে
দক্ষিণার গাহি' আবাহনী ; কণ্ঠ ভরি' সান্ধ্যসুরে
শূন্য হতে আসে নামি' নীড়-পথে বিহঙ্গ অধীর
প্রিয়ার কোমল কোলে ; অরণ্যের মর্মর মদির
গাহে বুঝি মিলনরাগিনী ; চক্ষে লয়ে ক্লান্ত জল
শান্তোপম বসে আছি, মনে মনে অশান্ত চঞ্চল।

প্রস্তুতি

নিস্তব্ধ বসিয়া আছি, আমি যেন স্তব্ধ হিমাচল,—
সাড়া নাই, শব্দ নাই, নির্বেগ নিস্পন্দ অচঞ্চল
প্রাণহীন প্রস্তর স্থবির। আকাশে নিষ্প্রভ তারা
আমারি মতন স্তব্ধ,— মনে হয় মোর মত যারা
গাহিতে গাহিতে গান থমকিয়া গেছে মাঝ-পথে
তাদেরি অ-মূর্ত ছন্দ মূর্তি ধরি' নক্ষত্র-আলোতে
সঙ্কুচিত স্তব্ধতায় কম্পিতেছে কী বলাব লাগি'।

সম্মুখে প্রসাবি' মোর মূঢ় কৃতাঞ্জলি, আছি জাগি'
সমস্ত রজনী ; তাই অপ্রমেয় ভাব-যন্ত্রণায়
উদ্বেল হৃদয় যতো ব্যাকুলিয়া প্রকাশিতে চায়
গোপন বিলাপ, ততো কে যেন নিষেধ পাতে পথে
উৎসমুখে শিলাখণ্ড সম ; বক্ষ ভরি' লক্ষ ক্ষতে
স্তব্ধ রহি যোগমূর্তি, স্তব্ধ যথা মূর্তি হিমাদ্রির
লক্ষ নদী বন্দী করি' বক্ষের প্রাকারে, সুগম্ভীর।

সমাধি

অঙ্গুলী স্পর্শিলে যথা সেতারার ক্ষীণতম তারে
ঝনন-ঝঙ্কার জাগি' উদ্গীর্ণ আনন্দ-ছন্দ-ধারে
মর্মে টানে প্রসন্ন-অসীমে, নিঙাড়িয়া মর্ম-ব্যথা
জাগে যথা মর্মরিত স্পন্দময় মৌন-মধুরতা
অন্তলীন অনন্ত-অন্তরে, মনে হয় সেই মত
আমার পৃথিবী যেন, পশি যতো মৌনমাঝে, ততো
প্রমুদিছে ছন্দে সুরে, উদ্বেলিছে নিস্তব্ধ ঝঙ্কারে।

চক্ষে মোর নামে সুপ্তি, স্বপ্নাবেশে চিত্ত বারে বারে
পশে প্রেমাত্মায় ; দূরে নিভে যায় যতো আলো গান,
নিভে যায় জীবনের যতো কিছু সুখের-সন্ধান
যতো কিছু বেদনা বিলাপ ; পুঞ্জীভূত স্তব্ধ-ছন্দে
নিমজ্জিয়া সর্বসত্তা সংজ্ঞাহীন সুষুপ্তি-আনন্দে
আমার পৃথিবী যেন কণ্ঠ ভরি' করে নিত্য পান
মৃত্যুর প্রণয়-সুধা, মিটে ক্ষুধা, মিটে অভিমান।

প্রকাশ

ছুটিয়া বাহির হতে চাই ; সবেগে করিয়া ছিন্ন
সমাধির আনন্দ-বন্ধন, আমি-রে করিতে ভিন্ন
মনে হলো : আত্মা মোর ক্ষণতরে কেন কম্পিবে না ?
সমুদ্রের তল-বিন্দু সূর্যোজ্জ্বল সমুদ্রের ফেনা
কেন নাহি হবে, কেন উদ্বেলিয়া ফুলিতে ফুলিতে
উদিবে না দৃশ্যমান প্রকাশের তটে আচম্বিতে ?

সমাধি-বন্ধন ছেদি' আত্মা বুঝি হোলো কান্ত মন,
রচিল বিচিত্র লীলাকথা ; জীবনের যা' গোপন
যা' শান্তি, যা' সুপ্তি, প্রীতি, যা' মৌন, যা' মর্ম-আচ্ছাদন
চরমের যা' ইঙ্গিত, পরমের যা' চরম ধন
বিচিত্র বিস্ময়ভরে সমস্তরে করিতে প্রকাশ—
প্রদানিতে প্রাণধন্য প্রসন্নের অনন্ত আশ্বাস
জাগিল, আসিল বিশ্বপথে।
তাহারি আগম-ধ্বনি
ওরে কবি, মর্মে বুঝি অহরহ ওঠে রণরণি' !

অভিসার

হে যৌবন, ওঠো তবে, গাই যবে আনন্দ-সন্ধানী :
জিনিবারে চাই বিশ্বমন ; নিঃস্বজন যারে পাই
বাহুডোরে আলিঙ্গিয়া সঙ্গসুখে অনঙ্গে ধেয়াই,
কহি, ভাই, ভয় নাই, জয় চাই, জয় দেই আনি'।

হে যৌবন, চলো তবে। প্রাণোৎসবে অভয়ের বাণী
কণ্ঠে মোর জাগে অবিশ্রাম ; অনুরাগে মত্ত তাই
বসন্ত-সমীর সম শত পুষ্প স্বপনে ফুটাই,—
গন্ধাকুল বিশ্বহিয়া রহে ভুলি' সর্বদুঃখগ্লানি।

যৌবনের অশ্ব ধায়, শিরে তার জয়পত্র লিখা,
যে তারে রুধিবে, সখা, তার সাথে সংগ্রাম ভীষণ,—
পুষ্পধনু করে মোর, যুদ্ধ মোর আছে ভাল শিখা।

সংগ্রামে জিনিয়া তার নিব কাড়ি প্রেম আর মন,—
তারপর মুক্তি দিব, তবু জানি হারায়ে মণিকা
কোথা সে নারিবে যেতে, বন্দী সে রহিবে অনুক্ষণ।

নারী

তুমি সুন্দরের দূতী, লাবণ্যের অপূর্ব উপমা,
ক্ষমার প্রশান্তি, কান্তি, সেবার সুষমা, মনোরমা,
স্মৃতির আরতি, রতি, যৌবনজিগীষা মূর্তিমতী।

প্রেমের পূর্বাশা হ'তে প্রমুদিত পুলক-চন্দ্রমা
তুমি সূর্যময়ী ; নারী, তোমাতে দেখি না আর অমা,—
ক্ষমার সান্ত্বনাধারে ধৌত করো প্রাক্তনের ক্ষতি।

অবিদ্যা-আচ্ছন্ন ছিনু ভণ্ড আমি মূঢ় বিদ্যা-পতি,
বৈরাগ্য-প্রীতিরে চিত্তে রাখিতে না পারি নিত্যোপমা
তোমারে দিয়েছি গালি : তুমি নারী, আত্রেয়ী অসতী,
তপোভঙ্গ-আসঙ্গের স্বপ্নলব্ধ কদর্য তর্জমা !

যতি নয়, কবি আজ, মিথ্যাতে যাবে না আর মতি।
বিদ্যার জননী তুমি, তুমি সতী সর্বজীবোত্তমা,
তোমাতে পেয়েছি দিব্য ভূলোকের পুলক-সুষমা,
তুমি নারী, নাও প্রেম, তুমি দেবী নাও মোর নতি।

পুরুষ

তাহারে চাহি নে বুঝি। বুঝি-বা যাহারে চাহি
সে আমার আত্মপ্রেম ঃ
আত্মার ছলনা, মনোহরা।
তাহারি আবেগে ভাই বিশ্বধরা ভুলে যাই, ভুলে যাই রবিচন্দ্রতারা,
ভুলে যাই অরণ্যের শ্যামশোভা-সমারোহ, পর্বতের গুরু-গম্ভীরতা,
ঝর্ণার নর্তন-ছন্দ, মরুর মূর্ছিত-স্বপ্ন, তটিনীর আনন্দ-কল্লোল,
সমুদ্রের নভোভেদী গূঢ়নাদী গর্জনের কূলপ্লাবী অকূল উচ্ছ্বাস,
মনে করি এইবার—
এইবার, এইবার,
আসিবে ধ্যানের ধন ঃ
আসিবে সুন্দর।

অক্ষি মুদি' অহরহঃ করি সুকঠোর তপ, নামজপ, গূঢ় প্রাণায়াম,
অযুত বৎসর ধরি' ধ্যেয়ানে কাটাই আর মনে করি, এল বুঝি…
ওই বুঝি নামে তার রথ!
নামে রথ, আসে সূর্য, আনন্দ-আত্মার সূর্য, প্রভাতিল্ কালরাত্রি তবে!
ওই বুঝি শোনা যায় উষার তোরণদ্বারে রাজকীয় সপ্ত-অশ্বহ্রেষা,
ওই বুঝি সূর্য, ওই, শিরে ঝলে কালঞ্জর আলোকের উষ্ণীষ নবীন,
দুই চক্ষে ঋতম্ভরা শক্তির অনন্ত জ্যোতি ঃ মৃত্যুঞ্জয় জীবনের জ্যোতি,

তুই কর্ণে অগ্নিময় শিখা-দিব্য সৌন্দর্য্যের অভিনব কনককুণ্ডল,
তুই হস্তে দৃঢ়সন্ধ সারথ্যের বল্গা-বহ্নি, প্রভাতিল কালরাত্রি তবে !
প্রভাতিল কালরাত্রি···আশাভরে অক্ষি মেলি···
হায় স্বপ্ন : তুই পার্শ্বে মোর !
তোরে তো চাহি নি, হায় তুই কি আত্মার সূর্য,
তুই কি ধ্যানের ধন ধনি ?

ও-তোরে চাহি নে, ভাই, অন্তরে অসঙ্গ চাই, তবু সঙ্গ অনঙ্গরে টানে
রঙ্গভরে বাঁকাহাসি হানে।
ভগবান জানে, মোর অন্তরে বৈরাগ্য, তবু ভুলি প্রেম তোর আত্মদানে।
আত্মাদানে ডোবে আত্মা, নিমজ্জিত রহি আমি
নিরামির নিত্য নিরালোকে,
অন্তরে গোঁঙায়ে মরি পৌরুষের অহঙ্কার মেশে যবে কামনান্ধকারে
আর্ত যবে অক্ষি মুদি' সূর্যেরে ধেয়াই, যবে অন্ধকারে জ্বলে চন্দ্রমণি.
প্রেমচন্দ্রমণি : তুই নারী।

নারীরে চাহি নে, ভাই স্বপ্নাবেগে যারে চাই তারি লাগি' রচি অভিমান,
দূর-পথে যেতে-যেতে ধূলিতে আসন পেতে' কৃতাঞ্জলি কাঁদি : ভগবান !
প্রকৃতিরে ভুলিবারে ধ্যানাসনে বারে বারে ইচ্ছা করি' রহি অচেতন
হেরি তুই ধ্যানময়ী আত্মার সম্মুখে রহি' রহি-রহি করিস্ ক্রন্দন।

অযুত বৎসর ধরি পূর্বতন পুরুষের আত্মরত যাযাবর মন
আমিতে বহিছে, ভাই রক্তে মোর তাই বুঝি নদী সম নাচে চঞ্চলতা,
তাই বুঝি যুগে যুগে বিচিত্র ভাবের কূলে আসি যাই বিচিত্র বিভ্রমে,
আজ যাতে আসি, হায় কাল তা' পশ্চাতে ফেলি'
ধাই পুনঃ কালাতীত কালে !

অদ্ভুত পুরুষ-মন, প্রিয়ার অঞ্চল ধরি', মরি মরি, কত গান করি,

আঁকড়ি' প্রিয়ারে বুকে কতসুখে কাব্য গাই,

রাত্রি জাগি কত অনুরাগে,

সহসা চমকি' পুনঃ গোপনে গোঁভায়ে মরি, মনে মনে সরি বহু দূর

যোজন-যোজন পথ পলে পলে পায়ে দলি' বিশ্বধরা অতিক্রমি' চলি,

গান ধরি : 'নারী মায়া,

নারী সে নরক, হায়

আঁধারে নারীর রূপে আলো দেখে কামকীট যত'।

অদ্ভুত পুরুষচিত্ত, কাছেরে প্রদানি' গালি, চলে দ্রুত দূরের সন্ধানে,

কাছে পেলে দানে হেলা, ভাবে সে বন্ধন, আর

দূরে গেলে কাছে পেতে চায়।

তাই বুঝি হায় কবি, নারী যবে সুদূরিকা পেতে তারে ফিরি কুঞ্জপথে,

জীবনযমুনাকূলে ভ্রমিয়া বেড়াই আর রাধা নামে সাধি প্রেমবাঁশী,—

কত গান, কত দান, কত মান-অভিমান, কত প্রাণ জাগে বৃন্দাবনে,

বৃন্দাবন পরিত্যজি' কোথাও যাব না বলি' কত না করুণ প্রতিশ্রুতি!

অযুত বৎসর ধরি একই ভাবে হেরি হায় পুরুষের যাযাবর মন

চলে পথ, ভাঙে-গড়ে, মঠ ভাঙি' কুঞ্জ গড়ে,

কুঞ্জ ভাঙি' রাজ্য দেয় গড়ি'।

যখন যা' ভালো লাগে তারে অনুরাগে, বলে :

তা-ই সত্য, তা-ই সনাতন,

ভালো-লাগা সত্য তার, আত্মপ্রেম সত্য তার, আত্মপ্রেম বিজ্ঞানদর্শন!

আত্মপ্রেম তৃপ্ত হলে, তুমি প্রেম, তুমি প্রিয়া, মনের কবিতা মনোভবা,
আত্মা যবে অন্যে ধায়, যেন ভ্রান্তি ভেঙে যায়,
কহে, তুমি মায়া, তুমি কীট্,—
তবু তারে ভালোবাসা
কাছে আসা
হাতে হাত-রাখা ?
.মধুর বচনে ভোলা
প্রিয় নামে ডাকা
সুখী থাকা ?

আশ্চর্য তোমার ক্ষমা, আশ্চর্য আশ্চর্য ক্ষমা তব। হে মঞ্জ-রমিতা রমা—
ভ্রমেছি বিপুলা পৃথ্বী, ভাবঘোরে উর্ধ্বে গেছি,
বৈকুণ্ঠে ছুঁয়েছি ভাবে-ভাবে,
দেখেছি ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমি,—ব্রহ্মাণ্ডের পরপারে অন্ধকারে আরো সূর্যলোকে
দেখেছি নূতন স্বর্গ, মূর্তিমতী ক্ষমা, তোর উপমা পাই নে কোথা খুঁজি'।
ও-তোর প্রশস্তি গাই তবু ছেড়ে' যেতে চাই এমনি আমার আত্মপ্রেম,
এমনি আমার প্রেম···এই কি ছলনা ? হায়,
এর চেয়ে আছে কি ছলনা ?
আমার ছলনা, নারি, আমারেই ছলে, বুঝি ছুটি তাই মরীচিকা মোহে,
কখন যে মোহ জাগে, অনুরাগে ডাকে, আর
হাতছানি দেয় নাহি জানি ;
নাহি জানি···বেশ তবে ও-কথা থাকুক···আজ
এ-জন্মের গীতিকাব্য গাহি,
গাহি : তোরে দিব সুখ, কোটি জন্ম দুঃখ দেছি,
আজ যেন সুখ দিতে পারি।

তারপর কোনো যুগে, যদি কোনো যুগজন্মে পড়ি পুনঃ বৈরাগীর ভ্রমে—
নিজেরে বিশ্বাস নাই, যত-ই বিশ্বাস করো, মুখে যত হাতচাপা দাও,
যত বলো, মোর মত প্রেম জানে নাক কেউ, যত বলো, 'বড় ভালোবাসি',
আমি জানি···বেশ তবে ও-কথা থাকুক ; আজ
এই ভালো. এই রাত্রি-জাগা,
এই কাছে-কাছে আসা, পাশাপাশি-বসা আর
হাসাহাসি, ভালোবাসাবাসি,
হাতে হাতখানি রাখি' কানে-কানে কথা আর
চোখে-চোখে চাওয়া, গায়ে ঢলা,
আকাশে চাঁদের সুরে বীণা বাঁধা, সুরসাধা, তানে-তানে সুখস্বপ্ন তোলা,
যতদিন আছি, যেন আর্তিভরে বলি : যেন এইভাবে বাঁচি, এই ভালো ;—
এই ভালো, এই ভালো,
সুখী হও,
সুখী হও,
সুখী হও
সরল বিশ্বাসে।

বিরহ

বিরহ সে অধ্যাপক,—
যার শখ
নিরজনে
স্মরণের তপোবনে
প্রেমাভিভাষণে
পায় প্রাণ !
গাহি' গান
ম্রিয়মাণ
আমি—
দিনযামি
ভাবাবেগে দুলে'—
বিরহের পাদমূলে
বিশ্ব ভুলে'
বসি শিষ্য সম—
লভিবারে, প্রিয়তম,
অনুপম
মনোরম
পাঠ !

জীবনে ঝঞ্ঝাট
আছে।

তবু তো মানুষ বাঁচে
গীতি নিয়া
প্রীতি নিয়া
আগুলিয়া
অভিনব স্মৃতি ।
বনবীথি
মুঞ্জরিয়া
কল্পনাব কেতকী কুসুমে
শতবাব চুমে
বসন্তেরে ;

হয়তো গ্রহেব ফেবে
প্রিয় আব প্রিয় নাই
আজ ।
তবু লাজ
নাই । জানি
বিরহেব বাণী
বাজি'
গান গাহি'
অতীতেব প্রিয়
বমণীয়
ধ্যানমূর্তি ধরি'
—মরি মরি
ধরি ধরি
যেন—

পূর্ববঙ্গ

স্বপ্ন হেন
মর্ম্মলোকে নামে,
অতীতের প্রিয় নামে
ডাকে ;
ডাকে ডাকে
কাছে থাকে
বুকে থাকে
মুখে মুখ রাখে !

অরূপ সে-রূপমোহে
শত দুঃখ সহে
রহি সুখে।
বিরহের মুখে
সেই সুখ
অপূর্ব উন্মুখ
আশে
গীতোচ্ছ্বাসে
নিত্য বাহিরায়।
বসি' তার পদচ্ছায়
শিষ্য সম
'নমো নম'
বলি'
আনন্দে উজ্জ্বলি'
উঠি।

তারপরে লুটি
ভাবাবেগে।
সমস্ত রজনী জেগে'
নিই পাঠ
বিরহের পাঠ।

জীবনে ঝঞ্ঝাট
আছে।
তবু তো পরাণ বাঁচে
তুমি আছ বলে';
নানা ছলে
বিচিত্র কৌশলে
পাঠ দাও,
অভাগারে সঙ্গে নাও
জয়োদ্দীপ্ত যৌবনের দিনে।

পথ চিনে
মনে মনে
কামনার কুঞ্জবনে
যাই।
ভুলে' যাই
নাই,
আজ নাই।

শিল্পী

উষার প্রণয়ে সূর্য অধীর,—
উষার সরমে বাধে।
সূর্যে নেহারি' দূরে সে লুকায়,—
সূর্য গোপনে কাঁদে ॥
    সূর্য পাঠায় আলোর প্রণয়,
    সূর্যমুখীরা বড় খুসি রয়,—
    বাতাসে দুলিয়া আভাসে জানায়
    প্রাণভরা আহ্লাদে ॥

সূর্য-প্রণয়ে কালো নাই, আছে
আলোকের আগমনী,
দিশি দিশি তাই জয়-স্বরে বাজে
জীবনের জাগরণী ॥
    তবু কবি জানে, উষা-অনুরাগে
    সূর্য-তাপস আজ-ও রাতি জাগে —
    না-পাওয়ার কালো আলো হয়ে প্রাতে
    জ্বলে মরণের সাধে ॥

রূপকথা

এক যে ছিল বাউল-কবি গোপন মনের দেশে,
হঠাৎ সেথায় দেখা দিল রূপকুমারী এসে'।
কী হলো ?   না, সুর জাগিল
সুরের মোহে ভুল জাগিল,
ভুলের রূপে রঙ লাগিল,—
গান থামিল শেষে।
কী হলো, না,
গান থামিল শেষে ॥

এক যে ছিল রূপকুমারী এলো কবির পুরে—
সুর শুনে' সে দূরের থেকে মোহর দিল ছুঁড়ে।
কী হলো ?   না; ভুল টুটিল,
বেদনবাণীর ফুল ফুটিল,
অন্ধ আশার রঙ্ ছুটিল,—
গান উদিল হেসে'।
কী হলো, না
গান উদিল হেসে'

প্রারম্ভ

ক্ষমা করো, ভেবেছিনু : তোমারে দেখেছি যেন
মোর স্বপ্নতীরে,
দেখেছি শারদদিনে শ্যামায়িত অরণ্যের
যৌবন-শোভাতে,—
যে-ভাবে, কল্পনা করি— আমার মানসী নিতি
তিতে অশ্রুনীরে
আমার বিরহ লাগি',— সে-ভাবের স্বপ্নখানি
দেখেছি তোমাতে !

ক্ষমা করো, ভেবেছিনু : আমি বুঝি প্রিয় তব—
আমি তোমা চিনি,
আমারি প্রণয় লাগি' সারাটি নিশীথ জাগি'
গাহ তুমি গান,—
বিরহের গীতি গাহি' বাতায়ন-পথে চাহি'
হায় বিরহিণী
যবে তুমি বসেছিলে, ক্ষমা করো, ভেবেছিনু :
আমি ভাগ্যবান।

ঈষভিন্না

যে-প্রেম পথের মাঝে পাওয়া
গোপনে আপন মনে যেতে,
যে-প্রেম পথেই ফেলে যাওয়া
উদাসী গানের খেয়ালেতে,
সহসা কেন-বা ফিরে ফিরে
সে-প্রেম জাগিছে আঁখিনীরে ?

যে-গান গেয়েছি আন্ মনে
মুদিত স্বপনে বিরহিণী,
যে-গান ভুলেছি আন্'খনে
যেমনে ভুলি তা' চিরদিন-ই,
সহসা কেন-বা তারি সুর
হৃদয়ে করিছে ব্যথাতুর ?

যে-মালা চেয়েছ তুমি দিতে
কত-না কামনা-ফুলে গড়া,
যে-মালা পারি নি প্রিয় নিতে—
পুলকে হয় নি বুকে ধরা !
সহসা কেন সে-ফুলহারে
আমারে বেড়িছে বারে বারে ?

পাথেয়

পথে যারে পেয়েছিনু, পথে তারে দানিনু বিদায়।
রে পথের চেনা!
ভাবিনু আনন্দভরে, ঘুচে গেলে বন্ধনের দায়
পান্থ-প্রেম পিছু ফিরিবে না।

পথ হতে পথে চলি, কত বলি কত না পথিকে
কত মুক্তি-বাণী—
তবু সে-বাণীর ছন্দে সে-ই যেন নাচে দিকে দিকে
হেরি আর্ত, তারি মূর্তিখানি।

পথে যারে পেয়েছিনু, মন-পথে তারি অভিসার।
রে মনের মণি,
মুক্তির মঞ্জুষাতলে বন্ধনের আনন্দ-সম্ভার
আমারে করিল মনোধনী!

রূপমাধুরী

সভা আলো করি' ছিলে বসি' রাণী বিলাসবতী
তবু তোমা হেরি' কবিতা গাহি নি নিলাজমতি।
তুমি শত-প্রাণপ্রেরণাদায়িনী
তুমি শত-স্বরচেতনাশায়িনী,
তবু শোনো মোর অকপট বাণী কঠোর অতি :
রতি-রূপে তুমি রূপবতী নহ
বিলাসবতী !

কবে কোন্‌দিন একাকিনী ছিলে কুঞ্জবনে
উদাসিনী ছিলে কবিগুরু-গীতি-গুঞ্জরণে,—
পিপাসু হৃদয়ে আকুলি-বিকুলি'
পথ-পারে রাখি' বিবাগীর ঝুলি
বন হতে তুলি' দুটি যুঁই-কলি ক্ষিপ্র গতি
দিতে গিয়ে : হ্যাঁ গো, রূপবতী বটে
বিলাসবতী !

পূর্বরাগ

নির্জনে নিভৃতে যদি সবার আড়ালে তোমা স্মরি মনে মনে,
স্মরি মনে মনে ভাই ওই চোখ, ওই মুখ
অতনু-ললিত শান্ত-তনু,
মনে মনে যাই যদি তোমার তনুর তটে স্বপ্ন-সন্তরণে—
পুষ্পশরাঘাতে সুখে সম্মোহিতে, ক্ষণতরে
রঙ্গভরে ধরি পুষ্পধনু—
না হয় দিয়ো না প্রেম, দূর হতে দিয়ো শুধু ক্ষমা,—
রূপে অনুপমা, গুণে শমিনী সুরমা, তুমি
ক্ষমাতে রবে না মনোরমা ?

মনের মরমে পশি' মনেরো আড়ালে যদি রচি মনে মনে
বিরহ-ব্যাকুল-লিপি আবেগ-উদ্দীপ্ত, আহা
যৌবনের বিলাসে চঞ্চল,
সমর্পিতে চাই যদি শঙ্কিত সে-লিপিখানি মোর স্বপ্নধনে—
সুখারামে শূন্যমনা, সে-লিপি প্রদানি' শেষে
নিবারিতে নারি অশ্রুজল—
না হয় দিয়ো না প্রেম, দূর হতে দিয়ো শুধু ক্ষমা,—
রূপে অনুপমা, গুণে শমিনী সুরমা, তুমি
ক্ষমাতে রবে না মনোরমা ?

বৈরাগ্যের ছদ্মবেশে যে-আশা লুকায়ে রাখি সঙ্কোচে গোপনে
যে-আশা সন্ত্রস্ত সম কখনো জাগাতে নারি
সৌজন্যের চাতুর্য-শিক্ষায়,

সে-আশা প্রকাশি যদি ব্যাকুল উদ্‌ভ্রান্ত সম অশান্ত সান্ত্বনে—
করুণার্থী কৃতাঞ্জলি, আর্তিভরে মাতি লুব্ধ
লজ্জাহীন যৌবন-ভিক্ষায়,
না হয় দিয়ো না প্রেম, দূর হতে দিয়ো শুধু ক্ষমা,—
রূপে অনুপমা, গুণে শমিনী সুরমা, তুমি
ক্ষমাতে রবে না মনোরমা ?

মনের মন্দিরে যদি তরুণ সন্ন্যাসী করি প্রেমের সাধনা
অতনু-আলসাবেশে গানে গানে তনু গড়ি
প্রাণে ধরি' প্রতনু পুলকে,
কামনার পৃথ্বীপুরে তোমারে নেহারি' যদি রহিকান্তমনা,—
বৈরাগ্যের বহ্নি হতে প্রণয়ের শিখা জ্বালি
মনোময় ভাবের ভূলোকে,
না হয় দিয়ো না প্রেম, দূর হতে দিয়ো শুধু ক্ষমা,—
রূপে অনুপমা, গুণে শমিনী সুরমা, তুমি
ক্ষমাতে রবে না মনোরমা ?

উপহার

প্রেয়সি, তোমারে সবে দিল উপহার
অজস্র সহস্র ধন ; পূর্ণচন্দ্র তার
জ্যোৎস্নার লাবণ্য ছানি' দিল অঙ্গে তব
সস্নেহে লেপিয়া ; শরতের শান্ত নভ
পশিল দানিতে দিব্য মৌন-মধুরতা
পুণ্য তব প্রেমমর্ম্মমূলে ; কবি-কথা
শ্রীঅঙ্গে ভঙ্গিমাভরে রঙ্গে অনিবার
নর্ত্তিল ছন্দের প্রাণাবেগে ; তারকার
তন্দ্রাচ্ছন্ন দূরদৃষ্টি দীপ্ত আঁখিমাঝে
লভিল আশ্রয় ; প্রেমের সৌগন্ধ্যে লাজে
অরণ্যের রক্তপুষ্প উঠিল উল্লসি'
কমনীয় ভীরু ওষ্ঠাধরে ।

হে প্রেয়সি,
অনেকে অনেক দিল, আমি দীনজন
মন ছাড়া কিছু নাই, দিনু শুধু মন !

শুভদৃষ্টি

চাহিনু মুখের পানে শঙ্কিত সরমে
ইচ্ছা-অনিচ্ছায় ; সখি, নিভৃত মরমে
যে-বীরের বরমূর্তি রেখেছি রাঙায়ে
গোপন-স্বপনতলে, প্রেমকুঞ্জচ্ছায়ে
বসায়ে নিয়ত যারে পূজা-বাসনায়
হেরেছি পলকহীন, পাছে টুটে যায়
সে-স্বপ্ন-পূজার মোহ, ভয়ে ভয়ে তাই
ও-তার নয়নে মোর নয়ন বুলাই
ইচ্ছা-অনিচ্ছায়।

আজি ভয় গেছে ভাঙি,'
আমার কুমারী-মন উঠিয়াছে রাঙি'
আরো-আনন্দের দিব্য রঙে ; সর্বদেহে
মধুর ফাল্গুন-স্বপ্ন কী বিচিত্র স্নেহে
যৌবনে করিছে স্পর্শ গাহি' কান্ত সুর :
স্বপ্ন মিথ্যা নয়, স্বপ্ন সত্যে সুমধুর !

স্বপ্নসুন্দর

বিচিত্র বিস্ময়ে আমি চাহি তার পানে
বাক্যহীনা রনু স্তব্ধ সমা; প্রাণে প্রাণে
ঝঙ্কারিল প্রেমশান্ত সুরের মূর্ছনা—
আনন্দে আশ্বাসে তবু রনু ক্ষুণ্নমনা
উদাসিনী ;—ভেবেছিনু, আমার ভাবনা
কোনো লোকে কোনো ছন্দে কখনও চাব না
করিতে প্রকাশ ; প্রিয়, যে-বরমূর্তিরে
আগুলি' রেখেছি মোর মরম-মন্দিরে
আমারি সে রবে নিত্য।

হায়, প্রিয়, হায়
আমার গোপন ধন বিশ্বে বাহিরায় !
বিশ্বধরা হেরে তারে, হেরে চন্দ্র তারা
হেরে সূর্য সমুজ্জ্বল, মুগ্ধ আত্মহারা।

আমি-ই হেরিব শুধু ছিল অহঙ্কার,
কী ক'বো, দিল তা' ভাঙি' দয়িত আমার !

প্রেয়সী

তোমার বাসনামাঝে যে-আমি আমার
পুষ্প সম প্রফুল্লিত, স্নিগ্ধ সুকুমার
সুরশান্ত সৌগন্ধ্যের আনন্দে মধুর,—
যে-আমির রূপস্বপ্নে তব চিত্তপুর
কল্পকান্ত অবিশ্রাম, সে-আমিরে, প্রিয়
প্রসন্ন-প্রণতি মোর ;   আশীর্বাদ দিয়ো
সে-আমির অনুরূপ অপরূপ রূপে
আমি-রে জাগাতে যেন পারি।

চুপে চুপে
সুকোমল মৌন-মাঝে এই সে প্রার্থনা
প্রবেশিছে মর্ম-পথে :   যদি অন্যমনা
শুভতম কোনক্ষণে তব বাসনার
পূর্ণতমা প্রেয়সীরে আমি-তে আমার
বিকশিতে পারি, যেন শুধু সেইক্ষণে
তোমার প্রেয়সী বলি গর্ব ধরি মনে।

মর্মিণী

আমি যে জেনেছি প্রিয়, স্বপনে তোমার
যে-আমি রয়েছে বসি'—অনুকণা তার
আমার এ-আমি নহে ; সে-আমি মহতী
সম্পূর্ণা সুন্দরী প্রেমা, প্রীতি ভগবতী
তোমারি আত্মার ; তাই চাহি' তার পানে
যখনি প্রেমের জ্যোতি ঢালো মোর প্রাণে
মনে করো (এ কী মিথ্যা !) আমি-ই অসীমা,
আমি প্রেমাতীতা, মোর অনন্ত মহিমা।

তোমার প্রেমের সূর্যে আমার পৃথিবী
অমৃত উজ্জ্বল, তাই রহি চিরঞ্জীবি
আমার পৃথিবী নাচে আলোর উল্লাসে
তোমার সূর্যরে ঘেরি,' অবিশ্রাম হাসে
ফাল্গুনের কলি ও কুসুমে।
আমি প্রিয়া
তব প্রেমে ; তব মোহে আমি মরমিয়া।

মেঘদূত

নিদ্রিত নয়ন পাতে চুমা দিব বলি'
অকস্মাৎ মর্ম্মমাঝে উঠিনু চঞ্চলি'
অশান্ত আবেগে ; পাছে নিদ্রা টুটে যায়
ভয়ে ভয়ে চুপি চুপি আসি' বিছানায়
সঙ্কোচে বসিয়া আছি ; উদগ্র কামনা
উদ্দীপ্ত যৌবন-স্বপ্নে জাগায়ে যাতনা
বিহ্বলিছে চিত্তে মম, তবু আমি প্রিয়া
শঙ্কিত বসিয়া আছি নিত্য আগুলিয়া
সুপ্তির সৌন্দর্য তব প্রহরীর প্রায়।

ঘুমায়ে রয়েছ তুমি কোমল শয্যায়
অলস আরামে ; হায়, এমন তোমায়ে
কেমনে জাগাব বলো ? তাই বারে বারে,
তোমা পানে চাই যত সামলিয়া যাই,
মনে মনে দূর হতে চুম্বন জানাই।

মনোবাসর

মনে মনে তুমি আসো শতবার আমার গৃহে
কানে কানে যেন স্বপনে, সহসা কহিলে প্রিয়ে।
মনে হলো, যেন বাজিল বীণা
সুরের সোহাগে সরম-লীনা,
বহিল দখিনা যৌবনে, মনে মাতিল রতি,
শোণিতে, সুরের শ্রাবণ, যেন-বা স্রোতস্বতী
প্লাবন-পুলকে ক্ষিপ্রগতি !

মনে হলো, যেন তোমা সাথে আজ-ও হয় লো বিয়ে,
বাসর-ঘরের সৌরভ আসে দখিনা দিয়ে,
সারাদেহে দোলে রঙিন চেলি,
সন্ধ্যালগনে হৃদয় মেলি'
যৌবনসুখে চলে রতি-আশা তোমার টানে,—
স্বপনে সহসা কূল ভাঙি' নাচে লুব্ধ গানে
সমুদ্র যেন, আত্মদানে !

মনে হলো, যেন সারারাত্তি জাগি বাসরঘরে
তরুণীরা নব-যৌবনা যেথা নৃত্য করে।
নয়ন-আলোয় উজলে দ্যুতি :
সরমজড়িত প্রণয়াকৃতি,—
আলসে বিলাসে পরিহাসে নব প্রাণোল্লাসে
নাচে তনু ঘিরি' অতনু স্নধরু, গানোচ্ছ্বাসে
মাতে মধুরাতি মধু-রাসে !

লিপি

বুকে রহি' কত কয়েছি গোপন বাণী
মনে পশি' কত শুনেছি মনের ভাষা
স্মৃতি মাঝে যবে চকিতে তা' সবে আনি
বালিকার মত কেঁদে মরে ভালোবাসা।

ভালোবাসা মোর ভাষা পেতে মরে কেঁদে
লিপি-মাঝে তাই আশাভরে আজ কাঁদি
কাছে রহি' প্রিয় যে-কথা বলেছি সেধে
আনমনে যেন সে-কথার-ই সুর সাধি।

মুখে যাহা বলি, না-হয় লিখিতে পারি,—
লিখিতে কি পারি মূক নয়নের বাণী ?
সুখ-স্বপনের বেদনা-গলানো বারি
আঁখি-মাঝে আনি, লিপিতে কেমনে আনি ?

হায় প্রিয়তম, যে-কথা বলিতে চাহি—
কবি নহি, হায়, কেমনে জানাই তারে ?
যাহা লিখি নাই, তারি তলে অবগাহি'
জেনে নিয়ো, কবি, অকথিত কামনারে।

দুঁহু

তরী চলে অমা-রাত ঠেলে' ঠেলে', তুমি-আমি আছি বসি',
আমি টানি দাঁড় প্রাণপণে, আর তুমি ধরো হাল কসি'।
হাল ছেড়ে' দিলে টাল রাখা দায়
অতলে তরণী কাল পানে ধায়,—
তুমি ধরো হাল, সামাল গো, তাই
প্রভাতের কূলে পশি,—
তরী চলে অমা-স্রোত ঠেলে' ঠেলে' আলো-আশে উল্লসি'।

জীবন-সমরে গর্জি আগাই, আছ পাশে, তরবারি !—
তুমি না রহিলে কাল-রণে কভু কালে কি জিনিতে পারি ?
আজি আমি বীর, খ্যাতি মোর বাজে
মিত্র-মনের মন্ত্রণা মাঝে,
অমিত্র সব অবমানে, লাজে
দূরে পলায়েছে হারি',—
জীবন-সমরে আমি সৈনিক, তুমি মোর তরবারি !

বসন্ত-বনে আমি বিহঙ্গ, তুমি লো ফুল্ল ফুল
তুমি নাহি র'লে ফাগুন-গানের হতো জানি তাল ভুল।
গান গাই, তাতে গন্ধ লাগাও
গানে ও গন্ধে ফাগুন জাগাও,
রাগে অনুরাগে নিয়ত রাগাও
বসন্ত মঞ্জুল—
ফাগুন-বনের আমি পিক, আর তুমি লো গোলাপফুল।

আমি প্রেম, যেন রাতের কামনা অরুণার অনুরাগী,—
তুমি সেবা, জাগো উষা অরুণিতা প্রেমাকাশে মোর লাগি ঃ
আমি যেন ভাব ঃ ললিত স্বপন,
তুমি ভাষা, তার কলিত-কথন,—
তোমারি পরশে পুলকি' হরষে
আলোকানুরাগে রাগি,—
প্রেমদুখে সেবা, সেবাসুখে প্রেম, দুঁহু রূপে এক জাগি।

মৃত্যুঞ্জয়

আমার মৃত্যুর কালে
রবীন্দ্রের গীতিকাব্যগুলি
আমার শিয়রে রেখো মেলি'—
আর রেখো কিছু ফুল : কিছু যুঁই, কিছু-বা গোলাপ
কিছু-বা বকুল, কিছু বেলি ॥

আমার মৃত্যুর কালে
দীপ জ্বালি' তিমিরের মুখে
অপেক্ষিয়া থেকো অনিবার—
নিঃসঙ্গ রাত্রির মত রথখানি নামিলে দুয়ারে
ধীরে গিয়ে খুলে' দিয়ো দ্বার ॥

আমার মৃত্যুর কালে
ঘরে কারে আসিতে দিয়ো না,
শুধু তুমি থেকো কাছটিতে,
যা' কিছু গোপনকথা জীবনে যা' ধরিতে পারি নি,
ধরিতে চাহিব মৃত্যু-গীতে ॥

আমার মৃত্যুর পরে
ভাবঘোরে বসি' বাতায়নে
গেয়ো গান সন্ধানের সুরে—
কী জানি, সুরের মোহে হয়তো-বা স্বর্গাবাস ত্যজি'
ফিরিতে চাহিব পৃথ্বীপুরে ॥

প্রেমসমাধি

সঙ্গোপনে—
মনেরো গোপনে
ধ্যান-কুঞ্জবনে
পাই তারে।
পাই তারে
পাই তারে—
পাই যবে তারে,
বসন্ত-বাহারে
মন
বৃন্দাবন
করে আস্বাদন।

নিস্পন্দ বসিয়া রহি,
মনোজয়ী
আমি মনোময়।
স্তব্ধ রয়
চঞ্চল সাগর যত
প্রসন্ন প্রণত
ভক্ত হেন।
আছি যেন
বৈকুণ্ঠের কাছাকাছি,—
আছি আছি
আমি আছি,
স্থধু নাহি ঢেউ—

চপল নাহিক কেউ,
দুই তীর
নিঃসীম সুস্থির।

কামনার যত নদী
নিরবধি
সন্ধানি' গভীরে,
ধীরে ধীরে
প্রশান্ত অন্তরে—
আমির সাগরে
পশে,
পরম হরষে
ঢালে প্রাণ।
ঘুমায় কল্লোলতান
নিঃশব্দ ক্লীঙ্কারগান
জাগে—
অপাবৃত অনুরাগে
প্রভাতে শর্বরী,
মরি মরি!
সাগরে নদীরা
ধীরা;
আমি-তে সাগর
শান্ত সর।

আমি—
দিনযামি
আনন্দ-আমিত্তে।
চারিভিতে
নামে অন্ধকার,
জ্যোতির পাথার
দোলে,—
দোলে দোলে
স্থির হয়ে যায়।
স্বপ্ন প্রায়
আমি-র আত্মায়
নামে রথ,
অরণ্য পর্বত
বন
উপবন
কান্ত কুঞ্জবন—
মিলায়, মিলায় দূরে,
দূরে—দূরে
একান্ত সুদূরে।

মর্মপুরে
স্বপ্নসুরে
অশ্রুত নূপুরে
জাগে
অনুরাগে
আনন্দ-নিক্কণ,

বৃন্দাবন—
বৃন্দাবন
জাগে,
অপাবৃত অনুরাগে
প্রভাতে শর্বরী,
মরি মরি !

মনোমর্মর

(গান)

রজনী গভীর হলো ধরণী তন্দ্রাগতা,
হে গহীন, জাগো জাগো ব্যাকুলি' তন্ময়তা।
অধীরা আমার আঁখি তোমাতে মুদিয়া রাখি'
আনমনে মন ভরি'
শুনিব গোপন কথা॥

আরো ধীরে, আরো ধীরে, ওরা যে শুনিতে পাবে,
নয়নে নয়নে কহ কহ প্রিয় ভাবে-ভাবে।
হৃদয়রমণ রম জ্ঞানে মম, ধ্যানে মম
প্রেমে নিরূপম কর
যত মোহ-মদিরতা॥

২

লহ নব সান্ত্বনা : পাবে তুমি, তুমি পাবে
আসিবে সে-প্রিয়জনা তোমার কবিতা-ভাবে।
তব স্মৃতি-সেতারাতে সুর দিবে আজ-ই রাতে
রবে নিতি সাথে সাথে
ত্যজিতে কভু না চাবে।

সমীরে ফাগুন নাচে ব্যাকুল গুমরে চাঁদে
সে কি আর দূরে থাকে তারো যে পরাণ কাঁদে।
এলো ব'লে ওই আসে মৃদু হাসি' তব পাশে
দ্বার খুলে রাখো প্রিয়
নয়তো সে ফিরে' যাবে॥

৩

যেদিন জেনেছি প্রেমে প্রেমে তব প্রিয়তম
কেমনে গোপনে মনে হয়েছি তপন সম।
অবিরত প্রাণ জ্বলে কত গান তাতে ফলে
কত সুর জাগে জাগে
অনুরাগে অনুপম॥

আলো চারিদিকে আলো প্রভাতিছে বিভাবরী
জাগ্রত ফাল্গুনে অরণ্যে মর্মরি'।
অমামাঝে এ কী জ্যোতি সারারাতি এ কী রতি
এ কী গতি ধ্রুবধ্যানে
এ কী মতি মনে মম॥

৪

উজলা পীরিতি নামে মরমে উতলা করি'—
ললিত লীলায় লাজে কাঁপে হিয়া থরোথরি'।
কী যেন কামনা লাগি' সারা তনু উঠে জাগি
কে যেন নবানুরাগী
ভালোবাসে গায়ে পড়ি'॥

থমকিয়া চাহি নভে চমকিয়া জাগে মন—
এমন তো হয় নাক এ কি শুধু অকারণ ?
যারে হেরি মনে হয় : পর নয়, পর নয়,
মনে হয়, ছুটে গিয়ে
ঘরে আনি কর ধরি'॥

৫

যা হবার হয়ে গেছে, অপরাধ করো ক্ষমা—
এসো প্রভাতের ধ্যানে ভুলে যাই ভীম-অমা।
আগামী প্রভাতে প্রিয় হাতদুটি ধরে' নিয়ো
দোষ ভুলি' গুণগুলি
প্রেমে ক'রো তর্জ্জমা ॥

ভালোবেসো, ভালোবেসো, হাতে রেখো ভাই হাত
ভেবো যেন আর কভু হবে নাক' সাক্ষাৎ।
হৃদয়ে আঁকড়ি' ধরি' প্রিয় সম প্রিয় করি'
ফেলো ধুয়ে আঁখিজলে
মনের মকর্দ্দমা ॥

৬

মোর প্রেমবাণী শুনি' ওরা হাসে খলো-খলো,
তবু তুমি অনুরাগী গাহ জাগি': চলো, চলো!
নিতি তব বাণী বহি' যেন শত জয়ে জয়ী—
হাসিমুখে পথ চলি'—
থামি নাক এক পল-ও ॥

প্রিয় মম শোনো শোনো, ওরা তো শোনে না কথা,
পাগলের মত হানে প্রণয়ে নির্ম্মমতা।
মরণে জীবন মানি' ওরা করে হানাহানি,
ওদের চরণভরে
সারা ধরা টলোমলো ॥

২৯শে জুন, ১৯৫০

(স্যার আশুতোষ স্মরণে)

উদ্দীপ্ত প্রভাতে যবে গাহি কান্ত সূর্যের বন্দনা
মনে হয় চরিতার্থ আমি। অনুভবি আত্মতৃপ্ত :
সুন্দর সূর্যের ধর্ম এ-জীবনে হলো বা সার্থক॥
তারপর রাত্রি এলে, অন্ধ সম আর্ত যবে কাঁদি
সহসা বুঝিতে পারি সূর্য-ধর্ম মর্মে ধরি নাই,—
উদ্ভ্রান্ত অন্তরে তাই রাত্রে ভ্রমি সূর্যের সন্ধানে।

তপঃসিদ্ধ হে ব্রাহ্মণ, ভাবোদ্বেল তরুণ প্রভাতে
তোমার আননে চাহি' ভেবেছিনু করেছি দর্শন
তোমার ধ্যানের ধন, তোমার জ্ঞানের মণিগুলি,
তোমার কল্পনাকান্ত প্রতিভার সাধনা পরমা।
আত্মতৃপ্ত (হা হতোঽস্মি) সুখী শূন্য দীর্ঘদিন গেলে
বিদারি' সুনীল স্বপ্ন নভ হতে রাত্রি এল নামি'!
এল নামি' কাল্ রাত্রি—কালো কালো চারিদিকে কালো,
মুখ কালো, মন কালো, মানুষেরা কালো, দেশ কালো,
যেখানে সূর্যের আলো কিছু যেন ছিল, আশা ছিল,
সেখানে-ও কালো, হায় বিদ্যা কালো, বিদ্যালয় কালো,—
হে সূর্য, বারেক জাগো, অনুরাগো ধরিত্রীরে তব,
কালো এ-ভবন মাঝে শূন্য-হাতে মরি যে হাঁতাড়ি।

হে ব্রাহ্মণ, ছিলে তুমি আজ যেন মিথ্যা মনে হয়।
ধ্যানে ছিলে, জ্ঞানে ছিলে, মনে হয় মিথ্যা এ ছলনা,

মিথ্যা এ মোহন মন্ত্র : ছিলে তুমি দেশ-মনীষায়,
ছিলে মর্মে, ছিলে কর্মে, ছিলে ধর্মে, যজ্ঞে ও যৌবনে।
যে জীবনে ধর্ম নাই, আছে শুধু চারু চতুরতা,
আছে অন্ধ অহমিকা, আছে গূঢ় গুপ্তবৃত্তি যত,
আছে মূঢ় প্রবঞ্চনা, আছে দম্ভী সাধনার ভান,
আছে ঘৃণ্য পাপযজ্ঞে ছদ্মবেশী সাধু ঋত্বিকতা
সে জীবনে সূর্য নাই, সে জীবনে তুমি নাই জানি,
তুমি নাই চিত্তে মম, তুমি গুরু শূন্য অসার্থক—
তুমি আছ দেশমর্মে ভণ্ডদের মিথ্যা এ ছলনা।

বিদ্যার নিখিল হতে তোমারে করেছি বহিষ্কার,
অবিদ্যার মায়া-বন্দী মোরা মুক্তি-বিদ্যার সন্ধানী !!
তবু ভালো, বৎসরান্তে তোমার জন্মের দিন এলে
কপালে তিলক কাটি' পদ্মাসনে বসি যজ্ঞভূমে,
ধূনো পোড়ে, ধূপ ওড়ে, ভক্ত সব ধন্য ধন্য করে,
বাহু তুলে' দুলে' দুলে' কীর্তনের সুরে কাঁদে, হাসে
যে-হাসির প্রহসনে সারাবঙ্গ রঙ্গ-রসে ভরা।
এ-বঙ্গে কোথায় তুমি পুরুষ-প্রধান আশুতোষ ?
কোথা পাই ভীমকণ্ঠ বজ্রসম উদ্দীপ্ত পৌরুষে
উদারা মুদারা ভেদি' তারা-হারা অনন্ত-প্রত্যাশী ?
কোথা পাই ভীমবীর্য শত্রু সাথে অজেয় সংগ্রামে,
কোথা পাই ঊর্ধ্বরেতা তান্ত্রিকের সন্তান-সাধনা ?

শক্তি নাই, জ্যোতি নাই, দিশিদিশি নামে অন্ধকার ;
সূচিভেদ্য অন্ধকারে আত্মা মম করে হাহাকার
রাহুগ্রস্ত সূর্যের মতন। হাঁতাড়ি' আগাতে চাই,
দূরে শুনি অট্টহাস্য, হাসে বুঝি শ্মশানের চর,
শ্মশানের চর যত শিবাদল, যোগিনী, প্রেতিনী !
কালো কালো চারিদিকে, কে মানুষ, কে যে নিশাচর,
বুঝিতে পারি নে অন্ধ। রাত্রি কত ?
হলো ক'প্রহর ?

ভীমকৃষ্ণ অমারাত্রে সূর্যের স্মরণে মর্মমাঝে
যে-গান আন্দোলি' উঠে বেদনার্ত প্রত্যাশার সুরে,
সে-গানের আর্তি ধরি' দীপ করি' করিনু আরতি
তোমার স্মৃতির মূর্তি, আশুতোষ, প্রাণের মন্দিরে।
হে ব্রাহ্মণ, জন্মরাত্রে, জাগো পুনঃ সূর্য-তপস্যায়।

স্মরণীয় স্যার আশুতোষের ৮৬তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আশুতোষ কলেজে অনুষ্ঠিত স্মৃতি-সভায় পঠিত।

২৯শে জুন, ১৯৫০

ভা-রত ভারতে কেন—

ভা-রত ভারতে কেন নীলাকাশ আজ-ও অমা-লীন ?
মিথ্যা কি এ কবি-স্বপ্ন, আশাকান্ত কামনা রঙীন :
ভাস্বর ভারতে সূর্য বিদূরিবে বিশ্ব-অন্ধকার ?

ঘড়িতে দেখি তো হায়, রাত্রি চলি' যায়, আসে দিন,
কানে-ও তো শুনি : দূরে বাজে যেন প্রভাতীর বীণ,
পূর্বাদ্রির স্বর্ণ-চূড়ে কেন তবে আজ-ও বন্ধ দ্বার ?

মেঘেতে আকাশ ঢাকা, নিশাচর সুযোগে ইহার
এখনো সদম্ভে ফেরে ; মশালের আলো হলে ক্ষীণ
লালসার চকমকি ঠোকে ; রাত্রি-শেষ দস্যুতার
মশাল জ্বালায় আব গুপ্ত-পথে রহে সমাসীন।

মেঘব্যূহে বন্দী সূর্য বৃথা ঠেলে মেঘের পাহাড় !
পাহাড়ে অমার নদী বহে আজ-ও সুদূরে গহীন—
বহে, দোলে, তোলে হাই ; হাইগুলো হলে' বাষ্পাধীন
মেঘে আরো মেঘ চড়ে, ঢাকা পড়ে সূর্য পূর্বাশার !!

শোন অধ্যাপক আজ

শুধু শাস্ত্র-বুলি নয়, শুধু নয় জ্ঞানী-অভিনয়
বাগ্‌দীপ্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে ; সুন্দরের অভ্যুদয়
শুধু নয় রঙ্গমঞ্চে নাটকীয় বক্তৃতা-বিলাসে।

শোনো অধ্যাপক, আজ পাণ্ডিত্যের মিথ্যা গর্বচয়
বিস্মরি' নামিতে হবে যেথা ধরা ছাত্রে ছাত্রময়,
যেথা ধরা প্রাণদীপ্ত তারুণ্যের দৃপ্ত স্বপ্নোচ্ছ্বাসে।

সূর্য যথা স্নেহশান্ত আলোকের দিব্যতা প্রকাশে
বিশ্বপৃথিবীতে,—বন্ধু, এসো তুমি নিশ্চিন্ত নির্ভয়
তেমনি শিষ্যের বিশ্বে বিকশিতে বৈরাগ্য-উল্লাসে
বাস্তব জ্ঞানের সৌম-স্নেহ। আজ এসেছে সময়।

ভাঙো কুঞ্জ ধ্যানবিলাসের ; গুরু, ভাবের আকাশে
মেলো না অলস পাখা শুধু ; যদি পেতে চাও জয়
আপন জীবনে, শোনো, কবিবাণী করো প্রভাময়
বিজ্ঞানী চরিত্রে তব, কালের অব্যর্থ বাণী আসে!

ছাত্র আধুনিক, তব

এতদিন চক্ষে মোর ছিল যেন অবিদ্যার ঠুলি,
তুমি, ছাত্র আধুনিক, অজ্ঞ অধ্যাপকে নিলে তুলি'
সত্যকার বিদ্যালোকে, সানন্দে পরালে জয়মালা।

স্বাতন্ত্র্যের অহঙ্কারে আবৃত্তিয়া ভ্রান্ত শাস্ত্র-বুলি
এতদিন অন্ধ দিনু যেন ; কেমনে দিলে যে খুলি'
ভ্রান্তির বন্ধন যতো, দূরে গেল অন্ধতার জ্বালা !

কারা যেন বলেছিল : পৃথিবীর বিশ্ব-পাঠশালা
রবে কারাগার সম ; অন্ধকারে তন্দ্রালসে ঢুলি'
পড়িবে শাস্ত্রের শ্লোক বন্দী তুমি। (যেন পল্লীবালা
বিষাদিতা বধূ, হায় শ্রমরতা সর্বশান্তি ভুলি'!)

ছাত্র আধুনিক, তব বিচিত্র বীরত্বে বিশ্ব আলা,
বৈচিত্র্যের সাধনায় বিদূরিতে বিশ্ব-বন্ধগুলি
ধর্মকান্ত কর্মস্বপ্নে বক্ষ তব উঠে নিত্য দুলি'
আনন্দের ছন্দরঙ্গে,—লহ গান দৃপ্ত শ্রদ্ধাঢালা।

বন্ধু বৈজ্ঞানিক, তুমি

মানুষ মানুষ নয়, বন্ধু, তব সুন্দর সাধনা
নিত্য লাগি' নহে নিয়োজিত ; তাই তুমি শূন্যমনা
শূন্য-নভে চাহি' হায় অহরহ র'লে উদাসীন।

পশুরে মানুষ ভাবি' দিলে তারে শক্তির চেতনা,
বন্ধু বৈজ্ঞানিক, তুমি নিত্য তাই পেলে বিড়ম্বনা,—
কামনার কারাগারে সুন্দর শ্বসিল রাত্রিদিন।

জানি, তুমি চেয়েছিলে ক্ষেমকান্ত প্রসন্ন-নবীন
আসুক পৃথিবী-পথে ; করেছিলে করুণ কামনা :
মৃত্যু পাক যাহা মৃত্যু, যাহা মিথ্যা, হীনতম, হীন,
যাহা অপূর্ণতা, যাহা ক্ষমাহীন আত্মাবমাননা।

হৃদয়-মৃণালমূলে পঙ্কে পশু রহে সমাসীন—
প্রেমপদ্মরূপে তারে বিকশিতে করি আরাধনা
আমি কবি সাধনামন্দিরে। যুগাতীত এ-সাধনা
যুগমর্মে সত্য হলে, বন্ধু, তব আসিবে সুদিন।

তোমাদের দলে আজ-ই

তোমাদের দেশে, ভাই, তোমাদের দেশে জন্ম নিতে
কতবার সাধ জাগে যেন! মনে হয়, আচম্বিতে
নূতন বৈশাখে কোনো জন্ম নেব তোমাদের দেশে।

এখনো তোমরা কেউ আমারে চাহ নি কোল দিতে,
ভাই বলি' বন্ধু বলি' চাহ নি সাদরে সম্ভাষিতে,—
তখনো কি ম্লানমুখে আমারে ফিরিতে হবে শেষে?

যে-দেশে প্রত্যহ প্রাতে এক-ই সূর্য ওঠে ঊর্ধ্বে ভেসে'
দানিতে দীপ্তির আশীর্বাদ, চন্দ্র আসে বিতরিতে
শুক্লারাতে জ্যোতির দিব্যতা, সেথা কোনো কবি এসে'
লভিবে না বন্ধু-প্রেম, পারিবে না ভায়েরে বরিতে?

তোমাদের দলে, আজ-ই, আসিল কি নববন্ধু বেশে
বিদেশী তরুণ? যদি বুঝে থাকো জাগে তার চিতে
করুণ কামনা, আহা, রহিতে তরুণ-সমিতি-তে—
কবিরে স্মরিয়ো আর তাহারে বরিয়ো ভালোবেসে'।

স্বাধীন ভারতে আজ

আনন্দ-সঙ্গীত গাহো, কবিরে বসাও পাশাপাশি,
স্বাগত-বন্দনা-ছন্দে বর' প্রিয়-বন্ধুরে উচ্ছ্বাসি'—
গৃহাঙ্গনে জ্বালো দীপ, গাঁথো মালা সুগন্ধী কুসুমে।

ওলো পুরনারি, জাগো, রাত্রি শেষে সূর্য ওঠে হাসি'
স্বাধীন ভারতে আজ প্রাতে ; হের অম্বরে প্রকাশি'
এখনি ভ্রমিবে পৃথ্বী, তুমি আর থেকো নাক' ঘুমে।

আত্মার অমর্ত্ত্য বিভা আত্মবিস্মৃতির ঘৃণ্য ধূমে
ছিল আবরিত এতদিন ; বাতায়ন-পথে আসি'
সূর্যরূপে আত্মবিভা সানন্দে আনন যেন চুমে,—
হে প্রজ্ঞা নিদ্রিতা, জাগো নবোদিত সুন্দরে সম্ভাষি'।

পরো শ্বেতাম্বরী, ভাল দীপ্ত করো কিঙ্কন কুস্কুমে
আয়ত নয়নে রাখো কজ্জলের মায়া সমুদ্ভাসি'—
মর্মলোকে সঙ্গোপনে স্মর' কান্ত-প্রতিমে প্রবাসী,
মন্দিরে আনন্দ-ধ্যানে ধন্য হও পুণ্য মাতৃভূমে।

স্বাধীন ভারতবর্ষে

স্বাধীন ভারতবর্ষে
মিথ্যার বন্দিত্ব বহিব না,
লজ্জাহীন চাতুর্যের ফন্দি-পাপে, না গো, সহিব না।
অন্তরে রাখিব মুক্ত প্রেমের উদার সূর্যালোকে,
শোকের স্থূলতা ভেদি' প্রমুদিব অনন্ত অশোকে,
পুলকিত প্রসূনের প্রায়।

স্বাধীন ভারতবর্ষে
সুন্দরের আমি আহ্বায়ক ; আমার হৃদয়স্পর্শে
মুক্তি পাবে সহস্র বন্দিনী ; নয়নে আনিবে টানি'
বসন্তের অজস্র বিলাস ; আলিঙ্গনে দিবে আনি'
অনির্বাণ যৌবনের মায়া, স্মিতাননে গান গাবে,
প্রণয়ে প্রণয় দানি' অমরার সুরপুরে যাবে
অহরহ।

স্বাধীন ভারতবর্ষে
মোর পূর্বাচলে
উদিবে নূতন সূর্য। ওরে কবি, আজ-ই বুঝি জ্বলে
অভিনব রশ্মি তার, সপ্তরঙা জ্যোতির অন্তরে
হেরি ধ্যানে, বিশ্বধরা নিত্য যেন আনন্দে সন্তরে !

ত্রিরূপা পতাকা, তুমি

ত্রিরূপা পতাকা, তুমি এ-আমার সাধনার ছবি।

সত্যরে হৃদয়ে বরি' সুন্দরের বাজায়ে ভৈরবী
যে-শিব আমার স্বপ্নে আনন্দ-সাধনাসনে হাসে,
ত্রিরূপা পতাকা, তুমি তারি চিত্র মেলিছ আকাশে।

আমার ত্রিমূর্তি তুমি, তুমি ক্ষান্তি বাসনাবিহীনা,
তুমি শান্তি সেবাময়ী চেতনার শয়ননিলীনা,
তুমি কান্তি, যৌবনের কান্তা যেন অনিন্দ্যসুন্দরী,—
আমার ত্রিমূর্তি তুমি, এই আমি তুমি, মরি মরি!

ত্রিরূপা পতাকা, তুমি অকস্মাৎ নয়নে আমার
প্রভাসিলে উদ্দীপ্ত আত্মারে : হেরিলাম বারংবার
স্বাধীনসমীরে দোলে চিত্রমাঝে চরিত্রের ছবি।

সত্যরে বরি' সুন্দরের বাজায়ে ভৈরবী
যে-শিব আমার স্বপ্নে আনন্দ-সাধনাসনে হাসে
ত্রিরূপা পতাকা, তুমি তারি চিত্র মেলিলে আকাশে।

স্বাধীন ভারতে যারা

স্বাধীন ভারতে যারা শত গানে বরণীয় হবে,
সাবঙ্গে তুলিয়া তান বিজয়ের বসন্ত-উৎসবে
সম্পূর্ণ নূতন সুরে মাতাবে অসংখ্য সভাজনে
তোমরা তাদের অগ্রগামী।

ভারতের তপোবনে
যাহারা ফুটাবে ফুল, গাওয়াবে সহস্র নীলপাখী,
চলনে, বলনে নিত্য সত্যের আদর্শ বক্ষে রাখি'
জীবনে জাগাবে ধীরে সাধনার শান্তি-নিকেতন
তোমরা তাদের অগ্রগামী।
যাদের উদ্দীপ্ত মন
পৃথিবীর ঘরে ঘরে নিয়ত বিলাবে সূর্য-ধ্যান,
প্রেমের প্রসন্ন পুণ্যে প্রমুদিত যাদের বিজ্ঞান
ধরণীরে জয় করি' মরি মরি, জাগাবে ধরণী—
তোমরা তাদের অগ্রগামী।

তোমরা মনের মণি
তোমরা ধ্যানের ধন মোর ; দেশ-মাতৃকার সাধ
পূর্ণ করো পুণ্য সাধনায়।
অগ্রজের আশীর্বাদ।

• আজাদ হিন্দের বালকবাহিনীর উদ্দেশে লিখিত।